রাঁচি, বুধবার
08:10:2025
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>005>>21 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০০৫ >> << ২১শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

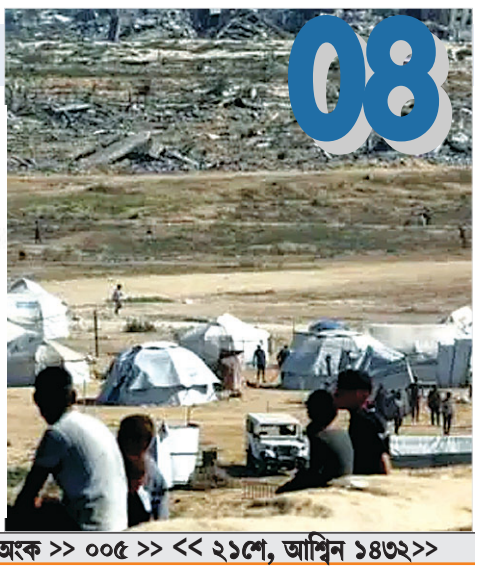

থাইল্যান্ডে ভারি বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২

থাইল্যান্ড ঃ থাইল্যান্ডে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে সৃষ্টি বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২ জনে দাঁড়িয়েছে। এর আগে, সোমবার ১২ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছিল থাই সরকার। মঙ্গলবার দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তাদের উত্তরাঞ্চলের ছয়টি, মধ্যাঞ্চলের আটটি, উত্তরপূর্বাঞ্চলের চারটি এবং পূর্বাঞ্চলের একটি প্রদেশ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশটির ১৯টি প্রদেশের প্রায় পে।নে চার লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে উত্তরাদিত এবং আয়ুথায়ার বাসিন্দারা বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় দুর্গত এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করেছে থাই সরকার। এর আগে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সোমবার জরুরি ত্রাণ তৎপরতা শুরু করার নির্দেশ দেন থাই প্রধানমন্ত্রীঅনুতিন চার্নভিরাকুল।

বাজার দর

SENSEX : 81926.75 +136.63
NIFTY : 25108.30 +30.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.29 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.42 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মিশরে শুরু গাজায় যুদ্ধবিরতির বৈঠক

মিশর ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের চুক্তি মেনে ইসরায়েল এবং হামাসের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মিশরের একটি গণমাধ্যম জানিয়েছে, প্রথম দিনের প্রাথমিক আলোচনা শেষ হয়েছে। এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন হামাস এবং মিশর ও কাতারের প্রতিনিধিরা। চুক্তি নিয়ে হামাসের মনোভাব বোঝার জন্যই এই আলোচনা হয়েছে বলে ওই সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে। মিশরের সিনাই পেনিনসুলা অঞ্চলে এই বৈঠকের আয়োজন হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হামাসের পাশাপাশি ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও এদিন আলোচনা হয়েছে মিশর ও কাতারের প্রতিনিধিদের। প্রথম দিনের আলোচনায় মূলত উঠে এসেছে বন্দি বিনিময়ের প্রসঙ্গটি। গাজায় এখনো বেশ কিছু ইসরায়েলের বন্দি আটক। ফিলিস্তিনি বন্দিদের বিনিময়ে তাদের কীভাবে মুক্তি করা হবে, ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবারও আলোচনা হবে।

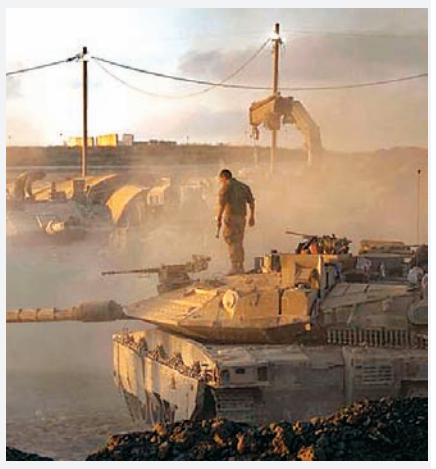

ভিডিও কলে ট্রাম্পের কাছে শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি লুলার

ব্রাজিল ঃ সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভিডিও কলে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভার। আলোচনা শেষে দুই দেশই জানিয়েছে, সদর্থক কথা হয়েছে। ব্রাজিল জানিয়েছে, লুলা ওই ভিডিও কলে ট্রাম্পের কাছে দু'টি আবেদন করেছেন-- এক, ব্রাজিলের পণ্যের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার এবং দুই, তাদের উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। প্রায় ৩০ মিনিট দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে এদিন কথা হয়েছে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ব্রাজিলের পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন। অন্যদিকে, দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইয়া বলসোনারোর বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন লুলা। ট্রাম্প তারও বিরোধী। যে কারণে, যারা বলসোনারোর বিরুদ্ধে ওই ব্যবস্থা নিয়েছে, সেই কর্মকর্তাদের উপর অ্যামেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। লুলা এদিন আবেদন করেছেন, ট্রাম্প যেন ব্রাজিলের পণ্যের উপর থেকে ৪০ শতাংশ শুল্ক সরিয়ে নেন। দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞাও যেন তুলে নেন।

দু'বছর লড়াইয়ের পর এখনও কতটা শক্তিশালী হামাস?

গাজা ঃ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের একটি অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছিল হামাস। এরপর গাজা আক্রমণ করে ইসরায়েল। এখনও সেই লড়াই অব্যাহত।

গত দু'বছরে গাজা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ এবং গাজা শহরে লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। হামাসের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা নিহত হয়েছেন বলে ইসরায়েল দাবি করেছে। এই পরিস্থিতিতে কতটা শক্তি হারিয়েছে হামাস?

উল্লেখ্য, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ একাধিক দেশ এবং মঞ্চ হামাসকে জঙ্গি গোষ্ঠী বলে মনে করে।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, গত দু'বছরে হামাসের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সংগঠন ভেঙে গেছে। নেতৃত্ব ভেঙে পড়েছে। কিন্তু হামাস সম্পূর্ণ ক্ষমতা হারিয়েছে, এমন মনে করার কারণ নেই। যে কোনো সময় হামাস নতুন করে সংঘবদ্ধ হতে পারে। নতুন নেতৃত্ব তৈরি হতে পারে এবং নতুন করে তারা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তবে ইসরায়েলের হাতে যে অস্ত্র আছে, হামাসের হাতে সেই পরিমাণ অস্ত্র নেই বলেও জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজের ওয়ার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মারিনা মিরন ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''হামাস প্রচুর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু নতুন করে সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এখনো তাদের আছে। গাজায় তাদের প্রভাবও যথেষ্ট।''

দু'বছর আগে হামাস যখন ইসরায়েলে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং প্রায় এক হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তখন তাদের যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ২৫ থেকে ৩০ হাজার। গত দু'বছরে ইসরায়েল দাবি করেছে, হামাসের অন্তত ১৭ থেকে ২৩ হাজার যোদ্ধা নিহত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল এই দাবির সপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ দেয়নি। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, ইসরায়েলের দেওয়া সংখ্যা ঠিক তথ্য নয়। বহু হামাস যোদ্ধা এখনো নিরাপদ আশ্রয় থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসরায়েলের সামরিক তথ্য খতিয়ে দেখে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, সব মিলিয়ে আট হাজার ৫০০ হামাস যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েলের একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, ইসরায়েলের সেনা বাহিনীর কাছে ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত নথিভুক্ত নিহত হামাস যোদ্ধার নামের সংখ্যা আট হাজার ৯০০।

এখনো পর্যন্ত গাজায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষের। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে মোট নিহতের ৮০ শতাংশ মানুষ বেসামরিক নাগরিক। যার মধ্যে নারী এবং শিশুও আছে।

সংবাদসংস্থা রয়টার্সের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গত দু'বছরে হামাস অন্তত ১০ থেকে ১৫ হাজার নতুন যোদ্ধা নিয়োগ করেছে। ফলে হামাস সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং অকেজো হয়ে গেছে, এমনটা মনে করার কারণ নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বার্লিনে কবুতর কমানোর চেষ্টা

বার্লিন ঃ জার্মানির রাজধানী বার্লিনের শহর কর্তৃপক্ষ কবুতরের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা করছে। কারণ, কবুতরের জন্য শহরে ময়লার পরিমাণ বাড়ছে। জার্মানির আরো অনেক শহর একই চেষ্টা করছে। তবে এখনো কবুতরের সংখ্যা কমাতে পুরো সফল, এমন কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। কবুতরকে অনেকে উড়ন্ত ইঁদুর বলে ডাকেন, আর অন্যরা তাদের পোষা প্রাণী মনে করেন। জার্মানির বার্লিনে কয়েক লাখ কবুতর বাস করে। ডরিন রোটে ১৪ বছর ধরে শহরের কেন্দ্রে কবুতরদের খাওয়াচ্ছেন। এর ফলে কবুতরদের মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। রোটে জানান, ''তারা শুধু শস্য খায়। আমরা যদি তাদের না খাওয়াই তাহলে তারা যেখানে লোকজন খাওয়া-দাওয়া করে সেখানে যাবে, বিশেষ করে রেস্টুরেন্টে ঢুকে যেতে পারে। কবুতর সারাক্ষণ মানুষের পায়ের মাঝে খাবার খোঁজে, যা অনেকে পছন্দ করেন না। এটা কবুতরের জন্যও ভালো নয়।'' আবর্জনা থেকে চিটচিটে খাবার খাওয়া পাখির হজমের জন্যও ভালো নয়। কবুতরেরা শহরের যেখানে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে তাদের চিহ্ন রেখে যায়। কারণ, তারা প্রতি ১৫ থেকে ৩০ মিনিটে তারা মলত্যাগ করে।

লাইবনিৎস ইনস্টিটিউটের ড. অলিভার ক্রোনে বলেন, ''কবুতরেরা হয়ত বিপজ্জনক নয়, কিন্তু তাদের মল যদি এভাবে জমা হতে থাকে তাহলে সেটা ভালো কথা নয়, কারণ, এর ভেতরে সালমোনেলার মতো কিছু ব্যাকটিরিয়া থাকতে পারে, যা মানুষ এবং অন্য প্রাণীর জন্য সমস্যার হতে পারে।''

শহরে কবুতরের সংখ্যা সীমিত করার কাজটি জটিল। একটি সমাধান হলো, প্রকাশ্য স্থানে কাঁটা বা জাল বসানো যেন তারা সেখানে জড়ো হতে না পারে। ড. ক্রোনে বলেন, ''এসব গৃহপালিত কবুতর নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কাজ নয়। কারণ, আপনাকে সেই কবুতরগুলোকে হাত দিয়ে ধরতে হবে এবং তাদের প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সে কারণে এটা প্রমাণিত যে, কবুতরের জন্য লফট বা বাসা তৈরি বেশি উপকারী হতে পারে।'' কবুতরের বাসা - যেখানে যাদু দেখা যায়। সেখানে পাখিরা একসঙ্গে খায় এবং বসবাস করে। ডরিন রোটে কবুতরের একটি বাসা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করেন যেটি একটি স্টেশনের কাছে অবস্থিত।

বার্লিনে এমন তিনটি বাসা আছে। আহত কবুতরকেও এখানে আনা হয়। তবে প্রথমে তাদের আলাদা খাঁচায় রাখা হয়। বাসাটি কবুতরদের জন্য শুধু একটি আরামদায়ক জায়গা নয়, যা তাদের রাস্তা থেকে দূরে রাখে। কবুতর সারা বছর ধরে প্রতি কয়েক সপ্তাহে দুটি ডিম দেয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে স্বেচ্ছাসেবীরা আসল ডিম সরিয়ে সেখানে কৃত্রিম ডিম রেখে দেন। এতে কি কাজ হচ্ছে? রোটে জানান, ''আমরা এখন স্টেশনে আগের তুলনায় অনেক কম কবুতর দেখতে পাচ্ছি। এটি খুব স্পষ্ট, তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে লফটে ব্যবস্থা করা গেলে সংখ্যা হ্রাসের হার উল্লেখযোগ্য হবে।'' কিন্তু এটি কতটা বাস্তবসম্মত? জার্মানির অনেক শহর কবুতরের সংখ্যা সীমিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছে। তবে কেউ এখনো নিখুঁত সমাধান খুঁজে পায়নি।

হামলা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে

উত্তরবঙ্গে তুঙ্গে বিপর্যয়-রাজনীতি

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ উত্তরবঙ্গে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের উপরে হামলার ঘটনায় এখনো অধরা দুষ্কৃতীরা। আজকের মধ্যে গ্রেপ্তার না হলে মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর টুইট যুদ্ধে থেমে নেই উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়-রাজনীতি। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এ নিয়ে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক সংঘাত।

অধরা দুষ্কৃতীরা

সোমবার দুপুরে নাগরাকাটায় আক্রান্ত হয়েছিলেন দুই বিজেপি নেতা। নাগরাকাটা থানায় আট জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। তারপরে ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিজেপির পক্ষ থেকে দায়ের করা এফআইআরে নাম রয়েছে মাসুম আখতার, মহাম্মদ মিলন, পিঙ্কি বেগম, সাইবুল হক-সহ আটজনের। এরা সকলে ওই এলাকার বাসিন্দা বলে দাবি করেছে বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কার্যত রাজ্য সরকারের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে গ্রেপ্তারির সময়সীমা বেধে দিয়েছেন।

হাসপাতালে খগেন ও শঙ্করকে দেখতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের উপরে হামলা মেনে নেয়া যায় না। পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীদের ধরতে হবে। নইলে পরিণাম ভালো হবে না। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। ডেমোক্রেসি পরিণত হচ্ছে মবোক্রেসিতে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি এগিয়ে থাকা রাজ্যে এটা কাম্য নয়।

মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরা রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে শুভেন্দু বলেন, ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, কারা জনপ্রতিনিধিদের উপরে হামলা করেছে। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। দুষ্কৃতীদের পুলিশ না ধরলে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা করা হতে পারে।

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, পুলিশ এখন ত্রাণের ব্যবস্থা করবে, নাকি অভিযুক্তদের খুঁজে বেড়াবে! অগ্রাধিকার কোনটায় থাকা উচিত? আর পুলিশকে না জানিয়ে ওরা গেলেন কেন ওই এলাকায়।

স্পিকারের রিপোর্ট তলব

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার সকালে সেখানে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনা সম্পর্কে সংসদের অধ্যক্ষ রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যের কাছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রিজিজু বলেন, সাংসদের উপরে হামলা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রাজ্য রিপোর্ট না দিলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রিভিলেজ মোশন আনা হতে পারে। মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে তিনি উত্তরবঙ্গে এসেছেন। এখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তাকে রিপোর্ট দেবেন।

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, স্পিকার রিপোর্ট চেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু বিজেপি-ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি করছে। বিজেপির নেতারা নাগরাকাটায় কেন গিয়েছিলেন, ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিলেন কি? বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগে দেখুন। তার বদলে বাংলা নিয়ে কুৎসা করছেন।

মিরিকে মমতা ও শুভেন্দু

মঙ্গলবার একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতার মিরিক সফর। তীব্র জলস্রোত ও ধসে বিপর্যস্ত হয়েছে এখানকার একের পর এক গ্রাম।

মুখ্যমন্ত্রী সোমবার পৌঁছে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে। এদিন তিনি মিরিকের দুধিয়া সেতু পরিদর্শনে যান। জলের ধাক্কায় এই সেতুর একটি স্তম্ভ বসে যায়। এর ফলে ভেঙে পড়ে সেতুটি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অস্থায়ীভাবে সেতু মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। পাইপ দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে এই মেরামতির কাজ শেষ করা হবে, যাতে হালকা যানবাহন যাতায়াত করতে পারে। অন্যান্য জায়গাতেও ভেঙে পড়া সেতু মেরামত করছেন ইঞ্জিনিয়াররা। যাদের ঘর হারিয়েছে, তাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে আগামী একমাস তারা খাবার পাবেন।

এদিন ১৬টি দুর্গত পরিবারের সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তাদের হাতে ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক পরিবারের একজনকে ১৫ দিনের মধ্যে হোম গার্ডের চাকরি দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। জলের স্রোতে ভেসে যাওয়া প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা শিক্ষা সংক্রান্ত শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের ঘরবাড়ি চলে গিয়েছে, সেটার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। কিন্তু যারা এই দুর্যোগে চলে গেলেন, তাদের ফেরাতে পারব না। পরে আমি আবার আসব, নিয়মিত নজরদারি চলবে। মিরিকের দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখেন বিরোধী দলনেতা। তার সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। শুভেন্দু বলেন, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের আড়াই লক্ষ টাকা করে দেয়া হবে। এর পাশাপাশি আমরা বিধায়ক সাংসদরা মিলে দু'লক্ষ টাকা করে দেব।

চিকিৎসাধীন খগেন

একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে রয়েছেন খগেন মুর্মু। তার নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছে। অস্ত্রোপচার করা হতে পারে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। প্রয়োজনে তাকে দিল্লি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে উন্নত চিকিৎসার জন্য। পরিবারের ঘনিষ্ঠদের সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজধানীর এইমসে তার চিকিৎসার পরিকল্পনা রয়েছে। এই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। এ দিন তার এমআরআই হওয়ার কথা।

হটস্পট উত্তরবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আগামী বছরে। একসময় বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে কিছুটা জমি ফিরে পেয়েছে তৃণমূল। নিজেদের ঘাঁটি আগলানোর জন্য এবারে বিজেপির কঠিন লড়াই। উত্তরবঙ্গের চলতি পরিস্থিতিতে এই লড়াই নতুন মাত্রা পেয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে।

সিনিয়র সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র ডিডাব্লিউকে বলেন, একজন সাংসদ কেন নিরাপদে একটা জায়গায় যেতে পারবেন না? যদি তিনি আক্রান্ত হন, যেহেতু তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে একমত নন, তাহলে কি বিরোধী মতের সাধারণ মানুষ নিরাপদ? এটা শুধু সাংসদ বা বিধায়ক আক্রান্ত বললে ভুল হবে। এটা বিরোধী মত আক্রান্ত, এভাবে দেখতে হবে।

সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য ডিডাব্লিউকে বলেন, খগেন মুর্মু বিরোধী বলে মার খাননি। নাগরাকাটায় বিজেপি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ২০১৬ সাল থেকে সেখানে বিজেপির দাপট। সমস্যা হচ্ছে, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, তাতে জনতার যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, গোটা উপমহাদেশে তার চরিত্রটা এক। নেপাল, লাদাখ, বাংলাদেশ সর্বত্রই একই চরিত্র। সাধারণ মানুষ যদি মনে করেন, জনপ্রতিনিধিরা তাদের কাজ করছেন না, তখন সাধারণ মানুষ আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জায়গায় থাকেন না। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের ক্ষোভটা এখনো চিনতে পারছি না।

শুভাশিসের বক্তব্য, এটা পুলিশের ব্যর্থতা বলে মনে করি। পুলিশকে শো-কজ করা উচিত। সেই ব্যাপারে উদ্যোগ তো দেখছি না। পুলিশের সমালোচনা হচ্ছে না, এটা খারাপ লক্ষণ। এটা অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তা বোঝার জন্য।

সমুদ্রপথে ইটালিতে আসা অভিবাসীদের মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশিরা

ইটালি ঃ চলতি বছরের নয় মাসে সমুদ্রপথে ইটালিতে পাড়ি জমানো অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছেন বাংলাদেশ থেকে।

ইটালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানা গেছে।

শুক্রবার প্রকাশিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মোট ১৫ হাজার ৪৭৬ জন বাংলাদেশি সমুদ্রপথে ইটালির উপকূলে পৌঁছেছেন। দেশ অনুযায়ী হিসেব করে দেখা গেছে, চলতি বছর ইটালিতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশিদের এই সংখ্যা অন্য যেকোনো দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। দেশভিত্তিক হিসাবে আগতদের ৩০ শতাংশই ছিলেন বাংলাদেশি।

এদিকে পরিসংখ্যান অনুসারে, চলতি বছর ইটালির উপকূলে আসা মোট অভিবাসীর সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় কিছুটা বাড়লেও ২০২৩ সালের তুলনায় অনেক কমেছে।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের উল্লিখিত সময়ে মোট ৫১ হাজার ৮৫৫ জন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইটালিতে এসেছেন। ২০২৪ সালের একই সময়ে সংখ্যাটি ছিল ৫১ হাজার ৩৪১ জন। আর ২০২৩ সালে এই সময়ে এসেছিলেন এক লাখ ৩৫ হাজার ৩১৯ জন। সরকারের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের প্রথম নয় মাসের তুলনায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশিদের আগমন প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০২৪ সালে এই সময়ে আট হাজার ৫২৬ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইটালিতে এসেছিলেন। এ বছর তা বেড়ে ১৫ হাজার ৪৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে।

পরিসংখ্যানে, ভূমধ্যসাগর হয়ে ইটালিতে অভিবাসী আগমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীদের আগমন ক্রমেই বাড়ছে।

© Cecilia Fabiano/AP Photo/picture alliance

বাংলাদেশিদের পর সর্বাধিক সংখ্যক অভিবাসী এসেছে ইরিত্রিয়া ও মিশর থেকে। এই সংখ্যা যথাক্রমে সাত হাজার ৯০ জন ও ছয় হাজার ৫৫৮ জন।

পাকিস্তান, সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও টিউনিশিয়া থেকেও কয়েক হাজার মানুষ এ সময় ইটালিতে পাড়ি জমিয়েছেন। অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে ইরান, সিরিয়া, গিনি, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মালি ও আফগানিস্তান। আরও কিছু অভিবাসীর পরিচয় যাচাইয়ের কাজ এখনো চলমান।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়টিই ছিল অভিবাসনের প্রধান মৌসুম। মে মাসে সাত হাজার ১৭৮ জন, জুনে সাত হাজার ৮৯ জন, জুলাইয়ে ছয় হাজার ৪৮৭ জন, আগস্টে ছয় হাজার ১৪৬ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আট হাজার ৩১৫ জন অভিবাসী ইটালিতে পৌঁছান। অক্টোবরের প্রথম দিক পর্যন্ত আগমন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, অভিভাবকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক একক অভিবাসীর সংখ্যাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট নয় হাজার ১৫৬ জন শিশু ইটালিতে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সামান্য বেশি হলেও ২০২৩ সালের উল্লিখিত সময়ের তুলনায় অনেক কম। ২০২৪ সালের এই সময়ে আট হাজার ৭৫২ শিশু এবং ২০২৩ সালে ১৮ হাজার ৮২০ শিশু ইটালিতে পৌঁছেছিল।

সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপীয় সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরোপ আরও কঠোর হলেও বাংলাদেশিদের আগমনের ক্ষেত্রে তার প্রভাব তেমন পড়েনি।

ফ্যাসিস্টরা করেছে, ভারতের ইন্ধন আছে বলে দায়িত্ব এড়ানো যায় না

ঢাকা ঃ 'একটা অংশ আছে, যারা চায় না পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠুক। বরং যখন সম্প্রীতি সঠিকভাবে চলতে থাকে, তখন কিছু মহল এটাকে গ্রহণ করতে পারে না।' আসলে অস্থিরতা তৈরি হয় কখন, সেটা দেখতে হবে। প্রথমত, যখন জমি বেদখল হয়, দ্বিতীয়ত, নারীদের উপর সহিংসতা বাড়ে বা তৃতীয়ত, আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তখন। তবে সবচেয়ে বড় কারণ ভূমি বেদখল ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের তো অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে, তার মধ্যে নারী নির্যাতন একটা বড় ফ্যাক্টর। গত বছরের ঠিক একই সময়ে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা বা ধর্ষণ করা হয়, তখনও কিন্তু অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল।

অবশ্যই সরকারের দিক থেকে আন্তরিকতার অভাব, সেটা বলবো। কোন সরকার চুক্তি করেছে সেটা বড় কথা না, বাংলাদেশ রাষ্ট্রই তো ১৯৯৭ সালে পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি আনার জন্য চুক্তি করেছিল। গত ২৭ বছরে যদি এই চুক্তির বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে কি বলবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দোষ? নাকি সরকারের বা রাষ্ট্রের আন্তরিকতার অভাব? একটা রাষ্ট্র চুক্তি করলো আর ২৭ বছর ধরে সেটার বাস্তবায়ন হচ্ছে না, ফলে এখানে কার আন্তরিকতার ঘাটতি সেটা তো স্পষ্টই।

বাস্তবায়ন হলেই যে পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে সেটা আমরা এখনই বলতে পারছি না। চুক্তি যেহেতু হয়েছে, তাহলে আগে বাস্তবায়ন করে দেখুক। এটার সঙ্গে প্রত্যেকজাতিসত্তা ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আর এই আস্থার সম্পর্কের দায়িত্ব বা একটি 'আমব্রেলা'র দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। সরকারকেই সবগুলো গোষ্ঠীকে আস্থায় আনতে হবে। আমরা চাই আগে চুক্তির বাস্তবায়নটা হোক।

এই পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখিনি। কোনো একটা ঘটনা ঘটলেই পাহাড়িদের বাড়ি-ঘর-দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিছু বাঙালিরও যে হয় না, এমনটা না। বঙালিদের কখন হয়, হয়ত বাজারে পাহাড়িদের দোকানের আশপাশে বাঙালির দোকান আছে, তখন হয়ত তার দোকানটি পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের বাড়ি-ঘর কখনোই পোড়ে না। এই অভিযোগ কখনোই পাবেন না যে, সহিংসতার সময় কোনো বাঙালির বাড়ি-ঘর পোড়া গেছে। প্রতিবারই পাহাড়িদের বাড়ি-ঘর, দোকানপাট পুড়ে যায় এবং তারা ক্ষতিগ্রস্থ হন।

এটা অবশ্যই এমন। আমি এটার সঙ্গে একমত পোষণ করি। যে সমস্যাটি রাজনৈতিক, সেটি যদি আপনি সামরিক শক্তি দিয়ে বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সমাধান করতে চান, তাহলে টেকসই কোনো সমাধান হবে না। এগুলো দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দমাতে পারবেন, কিন্তু স্থায়ী বা টেকসই সমাধান হবে না। সমাধান চাইলে আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে হবে। শক্তি দিয়ে কাউকে দাবায় রেখে সমাধান হয় না। এটা ঘরে বলেন, বাইরে বলেন – সবখানেই।

খাগড়াছড়ির মহিলা কল্যাণ সমিতির হিসাবে আমরা দেখলাম, গত এক বছরে এই জেলায় সাতজন পাহাড়ী নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আর ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে তিনটি। এই ঘটনাগুলোতে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

এবারের ঘটনাটিই দেখেন। পার্বত্য তিন জেলার ধর্ষণের ঘটনা যদি আপনি ফলো করে থাকেন, তাহলে দেখবেন কোনো ধর্ষণেরই মেডিকেল রিপোর্ট পজিটিভ আসে না। এটা আপনাকে বুঝতে হবে, কেন ধর্ষণের মেডিকেল রিপোর্ট পজিটিভ আসে না। একটা মেয়ের কতটুকু আঘাত লাগলে সে ধর্ষণের কথা বলে। একটা ধর্ষণের মূল আলামতই হলো মেডিকেল রিপোর্ট। এই মেডিকেল রিপোর্টের উপরই তো মামলার অনেক কিছু নির্ভর করে। এখন মেডিকেল রিপোর্টই যদি নেগেটিভ আসে, তাহলে মামলার সুষ্ঠু বিচার কিভাবে আশা করবেন। ফলে, কোনো মামলারই বিচার হয়নি। শুধুমাত্র অনেক বছর আগে রাঙামাটির একটি মামলায় দোষী ব্যক্তির সাজা হয়েছে। কোনো কোনো ঘটনায় দু-একজনকে আটক করা হলেও জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এবারও তো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে, ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়নি। তাহলে কিভাবে ধর্ষণের প্রমান হবে? সবাই জানে, এখানে অদৃশ্য একটা চাপ আছে। এতগুলো ধর্ষণের অভিযোগর পরও কেন সবগুলোতে মেডিকেল রিপোর্ট নেগেটিভ আসবে? কেন মেডিকেল রিপোর্ট নেগেটিভ আসে, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। ডাক্তাররা যদি সত্যের দিকটা প্রকাশ করতে চাইতেন, তাহলে সত্যিকারের রিপোর্ট দিতেন। তাদের উপর এমন কোনো চাপ থাকে যে, তারা নেগেটিভ রিপোর্ট দিতে বাধ্য হয়। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা যেটা বলেছেন, পূজোকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল, এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতের ইন্ধনের কথাও বলেছেন। আপনি কী মনে করছেন?

আমার অভিমত হলো, আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরে আমরা দেখেছি, দোষ করেছে ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগ, কিন্তু তারা বলেছে, জামায়াত-শিবির বা বিএনপি এটা করেছে। এই অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি। ঠিক একইভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখন। ঘটনার বিশ্লেষণ না করে যদি বলা হয়, ফ্যাসিস্টরা করেছে, ভারতের ইন্ধন আছে, এভাবে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। ঘটনার আসল জায়গায় হাত দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এভাবে দায় চাপানো হলে আমরা কার উপর আস্থা রাখবো?

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরেকটা অভিযোগ করেছেন যে, প্রায়ই দেশের বাইরে থেকে অস্ত্র আসছে এবং এগুলো মজুদ করা হচ্ছে। আসলে কি এখানে অস্ত্র এনে মজুদ করার সুযোগ আছে?

সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করেন। তারপরও যদি অস্ত্র আসে বা মজুদ হয়, তাহলে তো তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কথা। তাহলে তারা কী করছেন? তাদের কাছে কি কোনো রিপোর্ট নেই? তারা এগুলো ধরছেন না কেন? এত বছর পরও কেন পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠেনি?

সম্প্রীতি গড়ে ওঠেনি, সেটা বলবো না। ঠিকই আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি আছে। কিন্তু এখানে একটা অংশ আছে, যারা চায় না পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠুক। বরং যখন সম্প্রীতি সঠিকভাবে চলতে থাকে, তখন কিছু মহল এটাকে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু সম্প্রীতিকে টেকসই করার জন্য যা করা প্রয়োজন, সেটা করা হয় না। সরকার যখন কোনো পক্ষের প্রতি একচোখা নীতি দিয়ে দেখেন, তখন পেশি শক্তির একটা বিষয় চলে আসে। ধরেন, আমার আর আপনার সঙ্গে একটা সম্প্রীতির সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমাদের উপরস্থ লেভেল যদি আপনার প্রতি একটু বেশি সহানুভুতিশীল হয়, তাহলে আপনি স্বাভাবিকভাবেই আমার উপর পেশিশক্তি বোঝানোর চেষ্টা করবেন। সরাসরি না হলেও অন্যভাবে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবেন। আমাদের উপরস্থ লেভেলের উচিত আমার আর আপনার মধ্যে সম্প্রীতির ভারসাম্য রক্ষা করা। কাউকে যেন প্রিভিলেজ দেওয়া না হয়।

পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই মুহূর্তে সরকারের করণীয় কী?

বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের কথা ভেবে আমরা ২০২৪-এর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি। গত জানুয়ারিতে পাঠ্যবইয়ে গ্রাফিতি যুক্ত বা বাদ দেওয়ার ঘটনাসহ অনেক বৈষম্য হয়েছে। কিন্তু বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের জন্য যে আন্দোলন হয়েছে, তার এক বছর পরও যদি আমরা কোনো নমুনা তৈরি করতে না পারি, তাহলে বিষয়টিকে কিভাবে দেখবো? বৈষম্যহীন রাষ্ট্র করতে গেলে এখানে যেসব জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের সবার নিরাপত্তা, মর্যাদা দিতে হবে। তা না হলে এটা সম্ভব না।

নির্বাচনে তরুণ ভোটাররাই পাল্টে দেবেন হিসাব

ঢাকা ঃ আগামী জাতীয় নির্বাচনে তরুণ ভোটাররাই 'মূল ফ্যাক্টর' হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। রেকর্ড সংখ্যক তরুণ ভোটার আকৃষ্ট করার ওপরই নির্বাচনের সফলতা নির্ভর করবে বলেও মনে করছেন তারা। এক তরুণ ভোটার বলেন, আমি তো এবার তরুণ প্রার্থীদেরই ভোট দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তাদের দলের কাছ থেকে আমার প্রত্যাশা এখনো পুরণ হচ্ছে না। যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল, তা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। তারপরও আমি পরিবর্তন চাই। পুরনো ধারার রাজনীতি আমার পছন্দ নয়। গত আগস্টে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে দেখা গেছে, এই তালিকায় গতবারের তুলনায় নতুন ভোটার হয়েছে ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। আর মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম, তারাই এই ভোটার তালিকায় আছেন। বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর। তালিকা থেকে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জন মৃত ভোটারের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। এবার পুরুষের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি। নতুন ২৭ লাখ ৭৬২ জন নারী ভোটার হয়েছেন। আর নতুন পুরুষ ভোটার হয়েছেন ১৮ লাখ ৭০ হাজার ২০৩ জন। হিজড়া ভোটার হয়েছেন ২৫১ জন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাদেরও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তারাও আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। আগামী ৩১ অক্টোবর বা তারপরে তরুণ ভোটারদের সম্পূরক তালিকা প্রকাশ করা হবে। সব মিলিয়ে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সারা দেশে ভোটারের সংখ্যা আরো বাড়বে। চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা অনুযায়ী দেশে যে ১২ কোটি ৬২ লাখ ভোটার, তার মধ্যে ১৮ থেকে ৩৭ বছর বয়সি ভোটার প্রায় পাঁচ কোটি ৪৪ লাখ, যা মোট ভোটারের প্রায় ৪৩ শতাংশ। গত এক দশকে নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে সোয়া তিন কোটি, যার মধ্যে একেবারে নতুন ভোটার প্রায় অর্ধকোটি। আর ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সের ভোটারের সংখ্যা পৌনে চার কোটির কাছাকাছি, যা মোট ভোটারের ৩০ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, মোট ভোটারের মধ্যে নতুন ভোটারের সংখ্যা ছয় কোটির মতো। তাদের কথা, গত ১৫ বছরে বড় একটি সংখ্যার ভোটার ভোট দেননি বা দিতে পারেননি। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আরো কয়েক লাখ নতুন ভোটার যোগ হবে। ভোটারদের নিয়ে এখন নানা ধরনের জরিপ প্রকাশিত হচ্ছে। তার মধ্যে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-র 'পালস সার্ভে ৩'-এর ফলাফলে একটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে, আর তা হলো, ৪৮.৫ ভাগ মানুষ কাকে ভোট দেবেন, সেই সিদ্ধান্ত তারা এখনো নেননি। ওই জরিপে তাদের বয়সসীমা কী, তা বলা না হলেও বিশ্লেষকরা বলছেন, এখনো যারা সিদ্ধান্ত নেননি, তাদের অধিকাংশই তরুণ ভোটার। কারণ, তারা তাদের প্রত্যাশার জায়গা আরো দেখতে চান। আর তরুণ ভোটারদের সাথে কথা বলেও তারই আঁচ পাওয়া গেছে। তরুণ পেশাজীবী মাহিলা ইসলাম এখনো কাকে বা কোন দলকে ভোট দেবেন- সেই সিদ্ধান্ত নেননি। তার কথা, আমি এবারই ভোটার হয়েছি। তবে কাকে বা কোন দলকে ভোট দেবো সেই সিদ্ধান্ত এখনো নেইনি, আরো দেখার বাকি আছে। এর কারণ, এখনো তো দলগুলো ইশতেহার ও প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি। আর ভোটের পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক চলছে। তার কথা, আমি প্রচলিত দলভিত্তিক চিন্তা করছি না। আমি একটি পরিবর্তন প্রত্যাশা করছি। পুরনো ধাঁচের রাজনীতি আর সরকার দেখতে চাই না। আমি পরিবর্তন চাই। এটা যারা করতে পারবে, তাদেরই আমি ভোট দেবো। আরেকটি বিষয়, আমাদের তরুণদের কিছু আকাঙ্খা আছে, যা ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। আমি সেই প্রত্যাশা পুরণ হোক তা চাই, বলেন তিনি। আরেকজন তরুণ ভোটার তানজিলা তাসনিম বলেন, আমি পরিবর্তন চাই। আগে যে দলীয় সরকার, যারা দলীয় লোকজনকে নিয়ে লুটপাট করতো, দুর্নীতি করতো, সেই ধরনের কোনো সরকার আবার চাই না। আমি চাই সরকার হবে সবার। কিন্তু আমি এরই মধ্যে কিছুটা হতাশও হয়ে পড়েছি। কারণ, আমরা নির্বাচনের আগে যে সংস্কার চেয়েছিলাম, তার পুরোটা হবে বলে মনে হয় না। তারপরও আমি এমন দলকে ভোট দেবো, যারা ক্ষমতায় এসে সংস্কারগুলো করবে, বলেন তিনি। তার কথা, নারী, তরুণ, সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়গুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর শুভ সেন নামের এক তরুণ ভোটার বলেন, আমি তো এবার তরুণ প্রার্থীদেরই ভোট দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তাদের দলের কাছ থেকে আমার প্রত্যাশা এখনো পুরণ হচ্ছে না। তাদেরকে আরো এফেক্টিভ হতে হবে। আর অন্য দলগুলোও এখন নানা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল, তা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। তারপরও আমি পরিবর্তন চাই। নতুন কিছু দেখতে চাই। পুরনো ধারার রাজনীতি আমার পছন্দ নয়। ভোটারদের মধ্যে কোন দলের জনপ্রিয়তা বেশি তা নিয়ে নানা ধরনের জরিপ প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব জরিপ নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনাও আছে। তা সত্ত্বেও মানুষের আলোচনাতেও আছে সেসব জরিপ। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ভয়েস ফর রিফর্ম ও বিআরএআইএনড-এর জরিপ বলছে, ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে ৪১.৩ শতাংশ উত্তরদাতার পছন্দের দল বিএনপি। জামায়াতে ইসলামীকে পছন্দ করেছেন ৩০.৩ শতাংশ উত্তরদাতা। আর জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) পছন্দ করেছেন ৪.১ শতাংশ উত্তরদাতা। ১৮.৮ শতাংশ উত্তরদাতার পছন্দ কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা দল আওয়ামী লীগ।

আজকের দিনটি

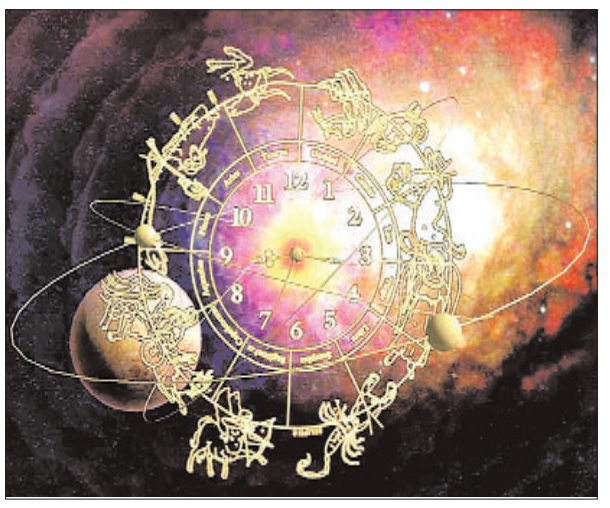

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

এক যুগ পরও দাম্পত্যজীবনে সুখে থাকার পাঁচ সূত্র

কলকাতা ঃ মধুর সময়গুলো পেরিয়ে যায় চোখের নিমেষে। জগৎসংসারের বাস্তবতার মুখোমুখি হলেই বহু সম্পর্কের রং হয়ে যায় ফিকে। তবে কিছু সম্পর্ক হয় একেবারেই আলাদা। যুগের পর যুগ পেরিয়ে গেলেও কীভাবে কারও কারও দাম্পত্যজীবনে সুখ অটুট থাকে?

প্রেমকে আপনার কাছে পৃথিবীর মধুরতম অনুভূতি মনে হতে পারে। আবার 'জানালা দিয়ে পালিয়ে' যেতে থাকা প্রেমকে আপনার সংসারে আটকে রাখাটাই হয়ে দাঁড়াতে পারে জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্পর্ককে সুন্দর রাখার সাধারণ কিছু নিয়ম সম্পর্কে অনেকেই জানেন। একটু ভিন্ন আঙ্গিকের পাঁচটি বিষয় জেনে নিন, যা খুঁজে পাওয়া যায় সুখী দম্পতিদের মধ্যে।

আবেগ প্রকাশে সমতা

অনেকে ভাবেন, মিল থাকলেই বুঝি সম্পর্ক সুন্দর হবে। তবে কে কোন ধরনের সিনেমা পছন্দ করেন, কে কোন বই ভালোবাসেন, কে খেলাপাগল, কে কোন ধারার ফ্যাশনকে গুরুত্ব দেন, এসব বিষয় আদতে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সংসারে এমন 'সামান্য' বিষয় নিয়ে মতের অমিল হতে পারে, যা আগে থেকে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। মতের অমিল হলে দুজন কীভাবে আবেগ প্রকাশ করেন, একে অন্যের আবেগকে কীভাবে গ্রহণ করেনএসব বিষয়ই আদতে গুরুত্বপূর্ণ।

তর্ক এড়ানো নয়

একে অন্যের জন্য ছাড় দেওয়া আবশ্যক। তবে তার মানে এই নয় যে তর্ক হবে না কোনো বিষয় নিয়েই। প্রেম যত গভীরই হোক, দুজনের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। ভালো লাগা বা খারাপ লাগার কথা মন খুলে বলতে গেলে মতের অমিল হতেই পারে। সেখান থেকে হতে পারে তর্ক। সঙ্গী তর্ক করলে ধরে নেবেন না যে তিনি আপনাকে ভালোবাসেন না।

সম্পর্কের দায়িত্ব গ্রহণ

প্রেম আপনার জীবনের সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দেবে না। বরং নিজেকে আগে থেকে বলে রাখুন, জীবনের সব ঝড়ঝাপটার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ককে আগলে রাখাটা দুজনেরই দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। সেই দায়িত্ব পালন করতে পারলে তবেই সম্পর্কে সুখ থাকবে যুগের পর যুগ। সব সময়ই ধরে নেবেন না যে আপনার না বলা কথা সঙ্গী বুঝে নেবেন। সঙ্গীর প্রত্যাশা পূরণে আপনি যেমন আত্মত্যাগ করবেন, তেমনি নিজের প্রত্যাশার কথাও তাঁকে জানাতে হবে। সব ক্ষেত্রেই এভাবে স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব।

চারিত্রিক দৃঢ়তা

দুজনেরই চারিত্রিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা থাকা আবশ্যক। প্রলোভন আসতেই পারে সামনে। সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতে চান বলেই আপনি যাঁর হাত ধরেছেন, তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার কথা চট করে ভেবে ফেলবেন না। ভালোমন্দ মিলিয়েই মানুষ। আপনি হয়তো 'ভালো' দিক দেখেই ভালোবেসেছেন।

কিন্তু যেকোনো ব্যক্তিরই এমন অনেক দিক থাকে, যা তাঁর সঙ্গীর পছন্দ নয়। কিছু ভালো না লাগলেই সেটিকে বড় বিষয় বলে গণ্য করবেন না। সহজভাবে কথা বলুন। আলোচনা করুন। ভালোবাসার মানুষের জন্য কিছু ছাড় দিন। ব্যক্তিগত জীবনে খানিকটা হলেও বৈচিত্র্য আনুন। সম্পর্কটাকে সতেজ রাখতে নিজের মধ্যে যে চেষ্টা থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে অধ্যবসায়ী হোন।

কষ্টের স্বীকৃতি

সম্পর্কে কোনো কিছুই 'টেকেন ফর গ্রান্টেড' নয়। ধরে নেবেন না 'এটা তো ওরই করার কথা'। বরং সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। তর্কের মুহূর্তগুলোও নিজেদের কাছে কষ্টের মনে হতে পারে অবশ্যই। তবে কষ্ট পেলেই সঙ্গীকে বিরক্তিকর বা 'খারাপ' ভেবে নেবেন না।

তর্কের স্বাভাবিক ছন্দকে গ্রহণ করুন। তর্ক থেকে একটা সুন্দর সমাধান বের করুন দুজন মিলে। কখনোই ভালোবাসার জায়গাটা নষ্ট হতে দেবেন না। যত যা-ই হোক, তর্কের শেষটা যেন অপ্রীতিকর না হয়।

অল্প খরচে নিজেকে আভিজাত্যপূর্ণ করে তোলার ৬টি কৌশল

কলকাতা ঃ আধুনিক জীবনে নিজেকে আভিজাত্যপূর্ণ করে তোলার জন্য দামি জিনিস বা চকমকে পোশাক কেনার প্রয়োজন নেই। এর জন্য দরকার সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, সময় ও সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা। ছোট ছোট অভ্যাস, যেমন সাদাসিধে পোশাক নির্বাচন, টাকা ও সময়ের হিসাব রাখা এবং আন্তরিক আচরণএই সবকিছুই আপনাকে সাবলীলভাবে আভিজাত্যপূর্ণ করে তোলে। এই লেখায় এমন কিছু সহজ অভ্যাসের কথা বলা হলো, যা মেনে চললে মানুষ আপনাকে দেখবে পরিপাটি, পাশাপাশি আপনার জীবন হবে স্বস্তির।

১. সাদাসিধে পোশাক এবং পরিপাটি

খেয়াল করলে দেখবেন, কিছু মানুষকে সাদামাটা টি-শার্ট আর জিনস পরেও পরিপাটি ও আকর্ষণীয় দেখায়। তাঁরা বেশি পোশাক কেনেন না, বরং কম কিন্তু ভালো মানের পোশাক বেছে নেন। তাঁরা সঠিক মাপে পোশাক তৈরি করেন এবং যত্নসহকারে ব্যবহার করেন। এই অভ্যাসে ব্র্যান্ড নয়, বরং পরিচ্ছন্নতা ও ধারাবাহিকতা বেশি গুরুত্ব পায়। তিনটি বিষয় মাথায় রাখবেন। প্রথমত, পোশাক পরিষ্কার রাখুন। সাদা কাপড় সাদা রাখুন যেন হলদেটে না হয় আর গাঢ় রঙের পোশাক গাঢ় রাখুন। কাপড় পরিষ্কার করুন যত্নের সঙ্গে, এতে পোশাক দীর্ঘদিন নতুনের মতো দেখাবে।

দ্বিতীয়ত, পোশাকের ব্র্যান্ড বা লোগো নয়, গঠনই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক মাপের পোশাক ও ঝকঝকে জুতা পরুন, পরিচ্ছন্ন ব্যাগ ব্যবহার করুন। এসব সহজেই দামি দেখায়।

তৃতীয়ত, পোশাকে রঙের একটি সীমিত প্যালেট বেছে নিন। সচেতন স্টাইল মেনে চলুন। সচেতন স্টাইল ব্যক্তিকে আভিজাত্যপূর্ণ করে তোলে।

২. টাকার হিসাব গুছিয়ে রাখুন

যাঁদের দেখে মনে হয়, টাকার দিক দিয়ে সব সময় নিশ্চিন্ত তাঁরা আদতে পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেন। তাঁরা হুট করে বিলের চাপে ভোগেন না, বাজারে খরচের হিসাব গুলিয়ে ফেলেন না বা ব্যাংকের ব্যালান্স দেখে অবাক হন না। এই শান্ত ভাব জন্মগত নয়, বরং গড়ে তোলা অভ্যাস।

তাহলে কী করবেন

প্রতি মাসের শুরুতেই বিল, ভাড়া, স্কুলের বেতন আর সঞ্চয়ের টাকা আলাদা করে রাখুন। সম্ভব হলে মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে রাখার ব্যবস্থা করুন।

দৈনন্দিন খরচের জন্য আলাদা একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন। এতে খরচের হিসাব গুলিয়ে যাবে না।

বড় খরচ বা যেকোনো ঋণ বা বিল সময়মতো পরিশোধ করে ফেলুন। এতে চাপ কমে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কমপক্ষে এক মাসের খরচের সমপরিমাণ টাকা হাতে রাখুন। এর ফলে আপনি হঠাৎ অর্থসংকটে পড়বেন না। ওষুধ কেনা, গ্যারেজে গাড়ি সারানো বা রেস্তোরাঁয় বিল দেওয়ার সময় আপনি থাকবেন নিশ্চিন্ত ও আত্মবিশ্বাসী। নিশ্চিন্ত ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিকে মানুষ আভিজাত্যপূর্ণ হিসেবেই ধরে নেয়।

৩. কম কিনুন, ভালো কিনুন, যত্ন নিতে শিখুন

ছোটবেলায় আপনিও নিশ্চয়ই বড়দের দেখেছেন যে তাঁরা যতই সাধারণ জীবনযাপন করুন না কেন, জিনিসের যত্ন নিতেন। কম দামি জিনিসও ব্যবহার করে সাবধানে মুছে জায়গামতো রেখে দিতেন। হুটহাট নতুন কিছু কিনতেন না আগে সেটি মেরামত করার চেষ্টা করতেন। বাড়ির নারীদেরও নিশ্চয়ই দেখেছেন, কোনো কাপড় ছিঁড়ে গেলে নতুন কাপড় কেনার বদলে সেলাই করে পরতেন। সবকিছুই ছিল সাধারণ, কিন্তু যত্নের ছাপ ছিল স্পষ্ট। এসব প্রমাণ করে যে বিলাসবহুল জীবন মানে দামি জিনিস নয় বরং যত্ন নেওয়ার অভ্যাসই আসল বিলাসের চিহ্ন।

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, যত্ন মানে দায়িত্ব, দক্ষতা আর স্থায়িত্ব। আমরা যে জিনিস যত্নে রাখি, তা দামি হোক বা না হোক, দেখতে মূল্যবান লাগে।

তাই কিছু সহজ অভ্যাস গড়ে তুলুন

নতুন কিছু কেনার আগে ভাবুন, সেটা টেকসই কি না।

জিনিসপত্রের যত্ন নিতে শিখুন।

কিছু ভাঙলে আগে মেরামত করার চেষ্টা করুন, সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিনবেন না। আর যেসব জিনিস দরকার নেই, কাউকে দান করুন কিংবা ফেলে দিন।

ঘর পরিপাটি রাখুন। গাছ লাগান, টেবিল পরিষ্কার রাখুন, আর মনমাতানো সুগন্ধি ব্যবহার করুন, এতে আপনার রুচি ফুটে উঠবে।

আসল স্টাইল টাকায় নয়, যত্ন আর অভ্যাসে গড়ে ওঠে।

৪. দেখনদারি নয়

অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখনদারি করে ফেলেন। অথচ টাকার বিষয়ে পরিপক্ব আচরণই বুদ্ধিমানের কাজ। বড় কিছু কেনার আগে একটু ভেবে নিন। ভদ্রভাবে দর-কষাকষি করুন।

পরিপক্ব আচরণে টাকার বিষয়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করবেন না'মোট খরচ কত?', 'ছাড় আছে?' বা 'অফার কত দিন থাকবে?'এসবে কেউ ছোট হন না বরং এটি স্পষ্টতার প্রতীক। মানুষ এই স্বচ্ছতা থেকেই আপনার দক্ষতা ও স্থিরতা টের পায়। মনে রাখবেন, দাম যেমন আপনি দেন, মূল্যটাও আপনি পান। যখন মূল্যের দিকে মনোযোগ দেন, তখন আত্মবিশ্বাসই আপনার প্রকৃত আভিজাত্য হিসেবে ফুটে ওঠে।

৫. কম খরচে বড় উপহার

আপনার সামর্থ্যের ভেতরেই উপহার বেছে নিন

আপনার সামর্থ্যের ভেতরেই উপহার বেছে নিনছবি প্রথম আলো

অনেকে মনে করেন, উপহার দিতে বা দান করতে হলে অনেক টাকা দরকার। কিন্তু ছোট ছোট উপহার বা দানও উষ্ণতার অনুভূতি তৈরি করে। যেমন বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে চা বা কফি খাওয়ার সময় মাঝেমধ্যে বিলটা আপনি আগে দিন।

পারিবারিক জমায়েতে মৌসুম অনুযায়ী কোনো খাবার বা উপহার নিন।

অতিথিদের জন্য ছোট উপহার রাখতে পারেন। যেমন ভালো মানের অলিভ অয়েল, চকলেট বা একটা ছোট সুন্দর গাছ।

এসব বেশ কম খরচেই করা যায়, কিন্তু উদারতা ও বন্ধুত্বের বার্তাটা দেয় বেশ গভীরভাবে।

৬. আন্তরিক আতিথেয়তা

অনেকেই আন্তরিক আতিথেয়তাকে অতটা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু এটিই সহজ ও কম খরচে আভিজাত্য প্রকাশের উপায়।

আপনি শসা, টমেটো, গাজর, বিটরুট দিয়ে তৈরি তাজা সালাদ করতে পারেন।

একটি প্রধান ডিশ করতে পারেন। যেমন সবজি খিচুড়ি।

আপনার গ্রামের একটি আঞ্চলিক খাবার রাখতে পারেন।

পরিপাটি টেবিলে ভিন্ন স্বাদের জুস রাখতে পারেন।

এই ছোট ছোট জিনিসই সুন্দর ও আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করে। মানুষ দাম নয়, পরিপাটি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ মনে রাখে। সুন্দর আতিথেয়তা, আপনার বানানো সাধারণ খাবার, চমৎকার পরিবেশই বিলাসিতার অনুভূতি দেয়।

এই লেখার উদ্দেশ্য আভিজাত্য প্রদর্শন নয়, পরিপাটি ও যত্নশীলতা দেখানো। নিজের যেকোনো 'জিনিস', 'সময়' ও 'সম্পর্কের' যত্ন নিলে আপনাকে আভিজাত্যপূর্ণ বলতেই হবে।

সম্পাদকীয়

কেন এতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল খাগড়াছড়ির পাহাড়ি জনপদ

বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কখনোই তেমন একটা স্বস্তিতে ছিল না। তাদের জমি, সম্পদ, ধর্ম, সংস্কৃতি নানা মাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিগত সরকারের আমলেও এ আক্রমণের ধারাবাহিকতা দেখেছি। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে ডানপন্থার উত্থানের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ডানপন্থী রাজনীতি প্রায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ও জাতিসত্তার বাইরে ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তাকে হুমকি হিসেবে দেখে। এ কারণেই আমরা দেখেছি, ডানপন্থার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে ভিন্নমতাবলম্বী, প্রান্তিক, সংখ্যালঘু ও নারীদের ওপর হামলা-হয়রানি বেড়েছে, বেড়েছে মবসহিংসতা। একের পর এক মাজারে হামলা, বিভিন্ন মেলা, ওরস, বাউল উৎসব বন্ধ, নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে বাধা, ধর্ম অবমাননার দায়ে হামলা-হুমকি, ফকির-সাধুদের ধরে নিয়ে চুল কেটে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এসব থামাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, তারা গণতান্ত্রিক অধিকার চায়। সমতলের

সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের মতো তাদেরও অধিকার রয়েছে বেসামরিক প্রশাসনের আওতায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার। গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে যেসব দেয়াললিখন মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার মধ্যে একটি ছিল, 'সমতল থেকে পাহাড় এবারের মুক্তি সবার।' মনে রাখতে হবে, পাহাড় মুক্তি না পেলে, সমতলও মুক্তি পাবে না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা জাতিগতভাবেও সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক, তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ। উপরি হিসেবে তাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' অভিযোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিক্ষোভ ও সহিংসতাকে কেন্দ্র করে গুলিতে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এ রকমই একটা প্রেক্ষাপটে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির সিঙ্গিনালায় অষ্টম শ্রেণির এক মারমা কিশোরী প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি যাওয়ার পথে তিনজন বাঙালি যুবক কর্তৃক দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শয়ন শীল (২১) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে অভিযুক্ত অন্য দুজনকে গ্রেপ্তারে টালবাহানার প্রতিবাদে, সব অপরাধীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ও পাহাড়ে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে 'জুম্ম ছাত্র-জনতার' ব্যানারে পাহাড়ি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন জাতিসত্তার ছাত্র-তরুণেরা আন্দোলনের ডাক দেন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্কুল-কলেজের ক্লাস বর্জন, মহাসমাবেশ, সড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ হলো, এসব কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হলেও একপর্যায়ে সেটলার বাঙালিদের একটা পক্ষ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধা দেওয়ার কারণেই সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হয়। সহিংসতা উসকে দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা গুজব ছড়ানো হয়। এর মধ্যে ছিল দিনাজপুরের জীবনমহলের অগ্নিসংযোগকে খাগড়াছড়ির মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনা হিসেবে প্রচার, কাঠমান্ডুর ভিডিওকে সেনা-বিজিবির ওপর পাহাড়িদের হামলার ভিডিও হিসেবে দেখানো, ২০২৩ সালে সীমান্তে গরু নিয়ে সংঘাতের ভিডিওকে সেনা-বিজিবির ওপর হামলা বলে চালানো, ভারতের ত্রিপুরার উসকানিমূলক বক্তব্যকে বাংলাদেশের পাহাড়িদের বলে উপস্থাপন, সচিবালয়ে শিক্ষার্থীদের হামলায় সেনাসদস্যের আহত হওয়ার ভিডিওকে পাহাড়িদের আক্রমণ বলে প্রচার ইত্যাদি। এভাবে কয়েক দিন ধরে পাহাড়ি 'সন্ত্রাসী' কর্তৃক রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ওপর হামলার কথা প্রচার করা হলো। এরপর দেখা গেল গুলিতে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সবাই পাহাড়ি। সবাই খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার বাসিন্দা। একেবারে অল্প বয়সী তিন তরুণআথুই মারমা (২১), আপ্পাউ মারমা (২২) ও তৈইচিং মারমা (২০)। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই এ ঘটনা ঘটল। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় পুড়িয়ে দেওয়া হলো গুইমারার রামেসু বাজারের দোকানপাট ও তৎসংলগ্ন পাড়ার বসতবাড়ি। এসব বসতঘর ও দোকানমালিকদের অধিকাংশই পাহাড়ি। এ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচার কি আদৌ কোনো দিন হবে বাংলাদেশে? এ রকম প্রশ্ন উঠছে, কারণ অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী কোনো ধরনের নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়াই বলে দিয়েছেন এ ঘটনার পেছনে ভারত বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধন রয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িক হামলার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত ছাড়াই বিএনপিজামায়াত বা কোনো বিদেশি শক্তিকে দায়ী করে বক্তব্য দেওয়া হতো। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংস হামলা যে এবারই প্রথম হয়েছে, তা নয়। গত বছর ২০২৪এর ১৮ সেপ্টেম্বর মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে এক বাঙালি যুবক গণপিটুনিতে নিহত হন। অরাজক পরিস্থিতিতে মবসহিংসতার এ ঘটনাকে পরবর্তী সময়ে পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় রূপ দেওয়া হয়। পরদিন ১৯ সেপ্টেম্বর গণপিটুনিতে মারা যান এক পাহাড়ি ব্যক্তি। রাতে জেলা সদরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে দুই পাহাড়ি যুবক নিহত হন। এরপর ২০ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে অনিক কুমার চাকমা নামের এক যুবককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ভিন্ন জাতিসত্তার নারীদের ওপর ২৪টি নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২১টি ঘটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, ৩টি সমতলে। ছয়জন নারী ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। দুজন নিহত হয়েছেন। পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে গ্রেপ্তারের পর মৃত্যু, বিনা বিচারে আটক, মারধর, হেনস্তা ও জোর করে ধর্মান্তরিত করার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ৩৪টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার কয়টার বিচার হয়েছে, কয়জন অপরাধীর শাস্তি হয়েছে? পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এ প্রেক্ষাপটেই বিচার করতে হবে। নইলে অনুধাবন করা যাবে না, মারমা কিশোরীর ধর্ষণের ঘটনায় কেন এতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে গোটা পাহাড়ি জনপদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর সঙ্গে জাতিগত নিপীড়নের সম্পর্ক রয়েছে। এখানে ধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে ভুক্তভোগী ও আন্দোলনকারীরা হামলার মুখে পড়েন, মামলার দীর্ঘসূত্রতায় ভোগেন ও রাষ্ট্রীয় অসহযোগিতার শিকার হন। এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর ঘটনার বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সদিচ্ছা নিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থাহীনতা রয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাতেও আমরা দেখছি অপহরণের পর খেত থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার হওয়া মারমা কিশোরীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে যে মেডিকেল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, সেটি অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে তারা ২০১৮ সালে বিলাইছড়িতে দুই মারমা কিশোরীর ধর্ষণের মেডিকেল রিপোর্ট পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ থেকে শুরু সমতলে কিশোরী তনু কিংবা আবু সাঈদের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে কারসাজির উদাহরণ সামনে আনছেন।

ট্রাম্পের জামাই কুশনারের ধোঁকা, শান্তির আড়ালে দেশ চুরির গল্প

রঞ্জন সলোমন
সাংবাদিক

জারেড কুশনারের নাম আসলেই জামাই (ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই) পরিচয়টা সামনে চলে আসে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান অপরিপক্ক। ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান সীমিত। কুশনার 'কিছুই জানেন না' এমনটা ভেবে তাঁকে হালকাভাবে নেওয়াটা ভুল হবে। কারণ, তাঁর কাজের মধ্যে একটি বড় বিপদ লুকিয়ে আছে। ফিলিস্তিন ও আরব বিশ্বে মার্কিন ও ইসরায়েলি নীতি প্রণয়নে কুশনারের ভূমিকা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়।

এটি সম্রাজ্যবাদের নতুন চেহারাকে প্রতিফলিত করে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ এবং অনির্বাচিত ও শক্তিশালী ব্যক্তির ওপর ভর করে কোনো কিছু অর্জন করা হয়। কুশনার আসলে স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তি নন বরং তিনি এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিনিধি, যে ব্যবস্থাটি কিনা বহুজাতিক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও রাষ্ট্রশক্তি মিলে জমি দখল, জনগণকে দমন এবং অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে। কুশনারের তথাকথিত 'শতাব্দীর চুক্তি' একটি আশ্চর্যজনক উন-পরিকল্পনা। তাঁর পরিকল্পনা হলো গাজার কিছু অংশকে 'ভূমধ্যসাগরীয় সিঙ্গাপুর' বা 'গাজা রিভিয়েরা' বানানো। প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে দরিদ্র্য থেকে মুক্তির পরিকল্পনা বলে মনে হলেও বাস্তবে এটি ফিলিস্তিনিদের জমি ও অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রকল্প। ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজের জমিতে কম বেতনের সেবাকর্মী হিসেবে নিয়োজিত হবে আর বিনিয়োগকারী ও বিদেশি সরকার সেখান থেকে লাভ করবে।

এটি ডেভিড হার্ভের 'সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে পুঁজি' বানানোর ধ্রুপদি উদাহরণ। মানুষের কষ্টকে লাভে পরিণত করা। কুশনারের স্লোগানটি হলো 'গাজা রিভিয়েরা ঃ খোলা আকাশের কারাগার থেকে পর্যটকদের খেলার মাঠ'।

উপনিবেশিত আফ্রিকার 'মডেল গ্রাম' বা দখলকৃত কাশ্মীরের 'উন্নয়ন করিডরের' মতো, 'গাজা রিভিয়েরা'ও দখলের নান্দনিক রূপের প্রদর্শন। এটি আধুনিকতার আড়ালে সার্বভৌমত্ব চুরি করা। এটি কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয় বরং সভ্যতার জন্য অপমান।

এটি পবিত্র শহর থেকে শরণার্থীশিবির পর্যন্ত সবকিছুকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে দেখো। যুক্তরাষ্ট্র দেশটি আদিবাসীদের থেকে চুরি করা জমির ওপর গড়ে উঠেছে। দেশটি ২২৫টি যুদ্ধে জড়িত হয়েছে। কিন্তু কখনো সত্যিকার অর্থে ন্যায়যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেনি বরং দেশটি দক্ষ হয়ে উঠেছে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে।

কুশনার আব্রাহাম চুক্তিকে 'শান্তি' অর্জন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু বাস্তবে এই চুক্তি হলো আরব প্রতিরোধকে দুর্বল করার, ফিলিস্তিনকে পাশ কাটিয়ে ইসরায়েলের দখলদারি স্বাভাবিক করার একটি পরিকল্পনা। রাজনৈতিক তত্ত্বের ভাষায়, এটি হলো অভিজাত শাসক ও বিদেশি শক্তির মধ্যকার একটি চুক্তি।

এখানে অভিজাত শাসকেরা দেশের মধ্যে বৈধতা হারানো সত্ত্বেও বিদেশি শক্তির কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়। সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদানকে এমন চুক্তিতে টেনে আনা হয়েছে। এতে ফিলিস্তিনিদের কোনো লাভই হয়নি। বরং আরব লীগ ও ২০০২ সালের আরব শান্তি উদ্যোগ দুর্বল হয়ে গেছে।

এটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একুশ শতকের সংস্করণ। এখানে সরাসরি সামরিক শক্তির সাহায্যে কোনো দেশে দখলের বদলে, যুক্তরাষ্ট্র

এমন চুক্তি চাপিয়ে দেয় যেখানে অভিজাত শাসকেরা জনগণের রাজনীতিকে দমন করে বাজার, জমি ও অন্যান্য সুবিধা বিদেশি শক্তির কাছে তুলে দেয়। তবে এ ধরনের চুক্তি সব সময়ই নড়বড়ে হয়। কারণ, স্বৈরশাসকেরা চিরকাল জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।

কুশনারের দল শুধু জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তর করেনি তারা মানচিত্রও বদলিয়েছে। গোলান মালভূমিকে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সেটিকে 'ট্রাম্প মালভূমি' নাম দেওয়া হয়। কুশনারের নীতি হলো ফিলিস্তিনকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা এবং বসতি স্থাপনকে স্বাভাবিক করা। আইন ব্যবহার করে মানুষের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া। এই নীতি গোটা মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়াচ্ছে।

আরব সার্বভৌমত্বের ওপর দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা যুদ্ধের একদিন অবসান হবে। এটা অবশ্যই হবে। ১৯৫০-এর দশকে সিআইএর প্ররোচনায় অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ পর্যন্ত মার্কিন নীতি সব সময়ই ছিল স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ আরব শক্তি তৈরি হওয়া রোধ করা। কুশনারের পরিকল্পনা সেই একই ধারাবাহিকতার অংশ।

বিনিয়োগ অঞ্চল, প্রযুক্তি হাব এবং আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আরব অভিজাতদের একটি শ্রেণি তৈরি করছে, যারা পশ্চিমি মূলধনের সঙ্গে যুক্ত। এর বিপরীতে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ কারণেই এই চুক্তিগুলো নড়বড়ে। এই চুক্তিগুলো ওপরের দিক থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিচ থেকে আলোচনার মাধ্যমে এগুলো সম্পাদিত হয়নি।

যে আরব তরুণেরা গাজা ধ্বংস এবং জেরুজালেম অবরুদ্ধ হতে দেখেছেন, তাঁরা 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যে'র গল্পে বিশ্বাস করছেন না। আমরা আরব বসন্ত দেখেছি। এটাই জেনারেশন জেডের কাজের ধরন। হয়তো সময় লাগবে কিন্তু একদিন তাঁরা ঠিকই আশ্চর্যজনক কিছু ঘটাবে। আরব শাসকেরা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে জেন-জিরা ডিজিটাল প্রজন্ম। অন্যায্যতার গভীর স্মৃতি তারা বহন করছে। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন কমানোর ব্যাপারেও তাঁরা সচেতনতা অর্জন করেছেন।

তাঁরা ফিলিস্তিনকে বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসেবে দেখছেন না বরং এটিকে তাঁরা নিজেদের বঞ্চনার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যের সময়টার উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের মতো করে এই প্রজন্মও একটি নতুন রাজনীতির জন্ম দিচ্ছে।

কুশনারের প্রকল্প শুধু জমি ও তেলের জন্য নয়। তাঁর প্রকল্পের মূল বিষয় হলোএকটি করপোরেট ও উপনিবেশবাদী সভ্যতা। এটি পবিত্র শহর থেকে শরণার্থীশিবির পর্যন্ত সবকিছুকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে দেখো। যুক্তরাষ্ট্র দেশটি আদিবাসীদের থেকে চুরি করা জমির ওপর গড়ে উঠেছে। দেশটি ২২৫টি যুদ্ধে জড়িত হয়েছে। কিন্তু কখনো সত্যিকার অর্থে ন্যায়যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেনি বরং দেশটি দক্ষ হয়ে উঠেছে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে। প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলোকে বিশৃঙ্খলার ময়দানে পরিণত করে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে সম্পদের দুর্গে রূপান্তর করে চলেছে। এ জন্য মার্কিন সাম্রাজ্য নৈতিকভাবে দুর্বল। তাত্ত্বিকরা বলেন, এমন শাসনব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর রাজনীতি চালায়। এখানে সভ্যতার ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে।

এর সবটাই বিভ্রম। এই বিভ্রম একদিন ভেঙে যাবে। ট্র্যাজেডি হলো, এই ব্যবস্থা পতনের আগে ফিলিস্তিনি এবং অন্য আরবদের প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করতে হবে কিন্তু পতন আসবেই। কারণ, কোনো 'চুক্তি' যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, সেটি সেই বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না যে জনগণকে তাদের ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। কুশনারের পরিকল্পনা শান্তির ছদ্মবেশে এক বড় চুরির অংশ। মানুষ এটিকে চুরি হিসেবেই মনে রাখবে ও প্রতিরোধ করবে।

নেতানিয়াহুর গাজা দখলের পথে সামান্য বাধা

আবেদ আবু শাহাদা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত সোমবার যে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেছেন, তার পুরো পটভূমি বিশ্লেষণ করা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। সেখানে তাঁরা গাজায় গণহত্যা বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ২০ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের এক সম্মেলনের এক সপ্তাহ পর এ ঘোষণা এসেছে। সেই সম্মেলনে ফ্রান্স ও সৌদি আরবের উদ্যোগে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। একই সময় ইসরায়েলকে ঘিরে আন্তর্জাতিক সমালোচনা ও বর্জনের ঢেউও তীব্র হয়।

এতে ইসরায়েলের ভেতরেও যুদ্ধবিরোধী সমালোচনা বাড়তে শুরু করেছে। কারণ, তারা এখন শুধু সাংস্কৃতিক নয়, অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় পাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গাজায় গণহত্যার কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্থগিত করার কথা ভাবছে। এটি সেই ভয়কে আরও জোরদার করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রস্তাবটি নেতানিয়াহু বহু মাস আগেই গ্রহণ করতে পারতেন। তাতে হাজার হাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নিহত হতো না, বরং আরও জীবিত বন্দী মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকত। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, তাঁর লক্ষ্য সব সময় একটাই থেকেছেগাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা।

এ অবস্থায় নেতানিয়াহু এখন বড় এক সংকটে আছেন। একদিকে তিনি একজন নিওলিবারেল রাজনীতিক হিসেবে জানেন, ইসরায়েল পশ্চিমা শক্তি ও মুক্তবাজারের ওপর নির্ভরশীল। তাই আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কতটা ক্ষতিকর, তা তিনি ভালোভাবেই বোঝেন।

অন্যদিকে নেতানিয়াহুর সামনে এসেছে ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে উচ্ছেদ করার এক 'ঐতিহাসিক সুযোগ'। জায়নবাদী স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী সমাজের মধ্যে

এখন এই 'সুযোগ' নেওয়ার বিষয়ে ব্যাপক সমর্থন আছে।

ফলে নেতানিয়াহুর সামনে এখন কঠিন দ্বিধা। তিনি পশ্চিমের সঙ্গে সমঝোতা করে আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা ধরে রাখবেন, নাকি দেশের ভেতরের শক্ত পৃষ্ঠপোষক-শিবিরকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেই উচ্ছেদমুখী নীতিকে এগিয়ে নেবেন? তিনি দুদিকেই সমানভাবে আগ্রহ ও চাপে আছেন। তাই তাঁকে খুব সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তবে সব মিলিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ট্রাম্পের '২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা' বাস্তবে নেতানিয়াহুর দীর্ঘদিনের লক্ষ্য, অর্থাৎ গাজাকে ফিলিস্তিনিশূন্য করার পথে খুব বড় কোনো বাধা হবে না।

নেতানিয়াহু জানেন, তাঁর দক্ষিণপন্থী সরকারের স্বপ্ন হলো গাজার সব ফিলিস্তিনিকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে পশ্চিম তীর থেকেও তাদের উচ্ছেদের নজির তৈরি করা। একই সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন, গাজার গণহত্যা নিয়ে ট্রাম্প দেশ-বিদেশে চাপের মুখে আছেন, তাই তাঁকেও কিছু 'রাজনৈতিক ফলাফল' দিতে হবে।

এই সপ্তাহে যে '২০ দফা পরিকল্পনা' প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে নতুন কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক আলোচক ব্রেট ম্যাকগার্কের মতে, এটি মূলত গত জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় ধাপের অনুলিপি, যেটি মার্চে ইসরায়েল নিজেই ভেঙে দিয়েছিল।

পার্থক্য শুধু এই যে এবার সেটিকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন দিয়ে মোড়ানো হয়েছে। কিন্তু আরবদের সেই সমর্থন ছিল শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ শুধু তখনই তারা রাজি, যদি শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রাম্প এবং সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যে গাজা প্রশাসনের পরিকল্পনা দিয়েছেন, সেটি নাকি অস্থায়ী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে গাজাকে ধীরে ধীরে পশ্চিম তীরের সঙ্গে একীভূত করার কথা বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ট্রাম্প যে পরিকল্পনা সাধারণভাবে দেখিয়েছেন, সেটি আগেই আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে যে খসড়া আলোচনা করা হয়েছিল, তার সঙ্গে মেলে না। অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রকৃত খসড়া এবং ট্রাম্প যা প্রদর্শন করেছেন, দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে।

অন্যদিকে ইসরায়েলি জনগণের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু ইচ্ছাকৃতভাবে এ তথ্য গোপন করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, গাজায় না হামাস, না ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকেউই শাসন করতে পারবে না।

আগামী বছর ইসরায়েলে নির্বাচন। তাই নেতানিয়াহু এখন সময়কে নিজের অনুকূলে নিতেই ব্যস্ত। এ জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখার জন্য সবকিছু করতে রাজি। এমনকি গত মাসে দোহায় ইসরায়েলি হামলার পর ট্রাম্পের কথামতো তিনি কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন, যদিও তাঁর ভোটাররা এটিকে দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন।

নেতানিয়াহু বুঝতে পেরেছেন, এখন ইসরায়েলসহ বৈশ্বিক দক্ষিণপন্থীরা মূলধারার সংবাদমাধ্যম নয়, বরং বিকল্প প্ল্যাটফর্ম থেকে খবর নেয়। সেখানে তাঁর অযৌক্তিক বক্তব্যের প্রতিবাদ করার মতো সাংবাদিক কেউ থাকেন না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রস্তাবটি নেতানিয়াহু বহু মাস আগেই গ্রহণ করতে পারতেন। তাতে হাজার হাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নিহত হতো না, বরং আরও জীবিত বন্দী মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকত। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, তাঁর লক্ষ্য সব সময় একটাই থেকেছেগাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঁঠিটান্ড, টিণ্ডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না, তবে কেউ সেটা দেখতে চাইলে দেখতে দেওয়া হবে বলে স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগামী ৬ অক্টোবর এর মধ্যে মৃত্যুর সময় জুবিনের সঙ্গে থাকা সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়াদের রাজ্যে আসতে হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যু ঘিরে রহস্য আরো ঘোলা হচ্ছে। মূলত তার সহযোগীর বাদ্যযন্ত্র বাদক শেখরজ্যোতি গোস্বামী এসআইটির জেরায় জুবিন কে বিষ পান করিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন করার পর বিষয়টি অত্যন্ত জটিল রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এরই মধ্যে জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কেউ যদি জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট স্বচক্ষে দেখতে চান তাহলে সেটা তাদের দেখতে দেওয়া হবে। এছাড়া আগামী ৬ অক্টোবর এর মধ্যে মৃত্যুর সময় জুবিনের সঙ্গে থাকা সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়াদের রাজ্যে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এর আগে জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তার স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গের হাতে তুলে দিয়েছিল এসআইটি। কিন্তু সেই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট গ্রহন না করে উল্টো তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। গরিমার বক্তব্য অনুযায়ী এই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত এসআইটি নিবে। তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে যাতে কোন ধরনের বাধা না আসে সেটা চিন্তা ভাবনা করেই তদন্তকারী সংস্থা এক্ষেত্রে উচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। জুবিন স্ত্রী বলেন তিনি এই পোস্টমর্টেম রিপোর্টকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে মনে করছেন না। জুবিনের মৃত্যুর উচিত তদন্ত এবং তাকে ন্যায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তিনি এসআইটির হাতে তুলে দিচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেছেন গরিমা শইকিয়া গর্গ। তবে সামাজিক মাধ্যমে একাংশ ব্যক্তির পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের একাংশ নেতা এই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি উত্থাপন করেছেন।

এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সরকার জনসম্মুখে প্রকাশ করবে না। তবে কেউ যদি সেটা দেখতে চায় তিনি সিআইডিকে বলে দেবেন যাতে তাকে এই রিপোর্ট দেখানো হয়। লুরিনজ্যোতি গগৈ এই রিপোর্ট দেখতে চাইছেন। সিআইডি তাকে ডেকে পাঠিয়ে রিপোর্ট দেখিয়ে দেবে। কিন্তু সরকার এই রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারবে না। তবে মানুষের মনে যাতে কোনো ধরনের সন্দেহ না থাকে সেটার জন্য কেউ যদি সেই রিপোর্ট দেখতে চায় সিআইডি কার্যালয়ে গেলে তাকে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হবে। আগের থেকে সময় নিয়ে সেখানে যেতে হবে। এই রিপোর্ট যদি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় তাহলে আদালতের দৃষ্টিতে সেটার কোনো মূল্য থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন সিঙ্গাপুরের জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়েছে সিআইডি। এবার তারা রাজ্যে আসবেন কিনা এটা সম্পূর্ণ তাদের বিষয়। রাজ্য সরকার জোর করে সিঙ্গাপুর থেকে কাউকে আনতে পারবে না। ফলে এবার তাদের রাজ্যে ডেকে আনার উদ্দেশ্যে তাদের মা বাবার সঙ্গে কথা বলা হবে যাতে তাদের মা-বাবারা নিজের সন্তানদের রাজ্যে আসার জন্য বলতে পারেন। কারণ সিঙ্গাপুরে গিয়ে অসম পুলিশ কাউকে ধরে আনতে পারবে না। এর জন্য একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রাজ্যে নিয়ে আসতে হবে। আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তাদের কাছে সময় রয়েছে। এবার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যদি তারা না আসে তাহলে সরকার যতটুকু পারবে কঠোর হতে প্রচেষ্টা করবে।

তিনি বলেন তদন্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত ভালো দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষও এই তদন্ত প্রক্রিয়া ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মূলত সরকার কাউকে ক্ষমা করেনি। যারা এই ঘটনা সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাউকে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়নি প্রত্যেকে সমানভাবে জেরা করা হয়েছে। তিনি যতটুকু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্য সরকার যেভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই সংক্রান্তে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভিআইপি কালচার থাকা উচিত নয়। তিনি চাইছেন তার থেকে যেন নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু উপায় না থাকলে কাউকে কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু তিনি চাইছেন কোনো মন্ত্রী বিধায়কের নিরাপত্তা রক্ষী থাকা উচিত নয়। এই সরকারের আমলে চার হাজার পিএসও এর সংখ্যাকে ৬০০তে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান এই পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষীরা সড়কে নিজেদের কর্তব্য করছেন। জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ জনতা ভিআইপি কালচার কতটুকু খারাপ পান বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ইতিমধ্যে ১৪ দিনের হেফাজতে নেওয়া শেখরজ্যোতি গোস্বামী, অমৃত প্রভা মহন্তের পাশাপাশি শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মাকে ম্যারাথন জেরা অব্যাহত এসআইটির

স্বামীর গড়ের কাগড়ে নিয়ে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির শ্যামকানু এবং শেখর জ্যোতির স্ত্রীর, সিঙ্গাপুরে যাওয়া সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈকে ফের জেরা, জুবিনের সহযোগী শিল্পীদের জবানবন্দী গ্রহণ এসআইটির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের হৃদস্পন্দন হৃদয়ের আপন শিল্পী জুবিন গর্গকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে খবর প্রচারিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যজুড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সেই হিসেবে ইতিমধ্যে ১৪ দিনের হেফাজতে নেওয়া শেখরজ্যোতি গোস্বামী, অমৃত প্রভা মহন্তের পাশাপাশি শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মাকে ম্যারাথন জেরা অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এসআইটির হেফাজতে থাকা স্বামীর পরনের কাপড় নিয়ে সিআইডি কার্যালয়ে এসেছেন শ্যামকানু এবং শেখরজ্যোতির স্ত্রী। এছাড়া জুবিনের মৃত্যুর সময় সিঙ্গাপুরে থাকা রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈকে ফের জেরা করা হয়েছে। একই সঙ্গে জুবিনের সঙ্গে কাজ করা তার একাংশ সহযোগী এবং শিল্পীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এসআইটির জেরায় জুবিনের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র বাদক শেখরজ্যোতি গোস্বামী বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে জুবিনকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের আযোজন করা শ্যামকানু মহন্ত এবং ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা মূল ভাবে জড়িত। শেখর জ্যোতির এই স্বীকারোক্তির তথ্য জনসম্মক্ষে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে রাজ্যজুড়ে হৈচৈ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টি ঘিরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। তবে জুবিনের বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের বলেছেন এই স্বীকারোক্তি শেখরজ্যোতি গোস্বামী দিয়েছেন। জুবিনকে বিষ পান করিয়া হত্যা করার বিষয়টি তিনি জানালেও তদন্তকারী সংস্থা এসআইটি সেটা বলেনি। পোস্টমর্টেম করার পর জুবিনের ভিসরা পরীক্ষার জন্য দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটার পরীক্ষার প্রতিবেদন আগামী ১০ অক্টোবর পাওয়া যাবে। ফলে ১১ অক্টোবর স্পষ্ট ভাবে জানা যাবে জুবিনকে বিষ পান করানোর তথ্য সত্য না অসত্য। শেখরজ্যোতির গোস্বামীর ভাষ্য অসম পুলিশের ভাষ্য নয়। তিনি বর্তমান একজন অভিযুক্ত। নিজেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে শেখরজ্যোতি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে এসআইটির জেরায় জুবিনের মৃত্যু সংক্রান্তে বিস্ফোরক মন্তব্য জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টিতে আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন অসম গণপরিষদের সভাপতি অতুল বরা। তদন্তকারী সংস্থা এসআইটির কাছে দেওয়া শেখরজ্যোতির মন্তব্য এভাবে জনসমক্ষে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না বলেও মন্তব্য করেছেন। এই বিষয় নিয়ে সমাজে হইচই সৃষ্টি হওয়ার পর এবার তদন্তের কোনো ধরনের তথ্য বাইরে প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এসআইটি কিভাবে তদন্ত করছে, কার থেকে কি তথ্য পাচ্ছে সেই বিষয় গুলো সম্পূর্ণ ভাবে গোপনে রাখা হচ্ছে। তবে সিআইডি কার্যালয় কারা কারা হাজির হতে যাচ্ছেন শুধুমাত্র সেই তথ্য বর্তমান জানা যাচ্ছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এসআইটি জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কাকে কি জিজ্ঞাসা করছে সেক্ষেত্রে জেরায় হাজির প্রত্যেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

সকালে হাতে কাপড়ের ব্যাগ সহ সিআইডি কার্যালয়ে এসে পৌঁছান শ্যামকানু মহন্তের স্ত্রী। একইভাবে এসআইটির হেফাজতে থাকা শেখরজ্যোতি গোস্বামীর স্ত্রী স্বামীর জামা কাপড় থাকা একটি ব্যাগ সিআইডি কার্যালয় এসেছিলেন। তবে এই দুজন মহিলা সাংবাদিকদের কাছে কোনো ধরনের মন্তব্য করেননি। এদিকে এসআইটির তলব পেয়ে সিআইডি কার্যালয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছেন জুবিনের সহযোগী শিল্পী তথা গায়িকা মেঘনা বরপুজারী। একইভাবে জুবিনের সহকর্মী তথা তার বাদ্যযন্ত্র বাদক রাজা বরুয়া সিআইডি কার্যালয় এসে নিজের বক্তব্য ডিপিবদ্ধ করিয়েছেন। এছাড়া জুবিনের সহযোগী শিল্পী পার্থ প্রতিম গোস্বামী সিআইডি কার্যালয় এসে এসআইটির সম্মুখীন হওয়ার পর শেখরজ্যোতি গোস্বামীর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন ভালো মানুষ নন। এই ব্যক্তি তাদের শান্তিতে থাকতে দেননি। এছাড়া রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ এদিন ফের সিআইডি কার্যালয়ে এসে তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। উল্লেখ্য জুবিনের মৃত্যুর সময় সিঙ্গাপুরে থাকা এই সাংবাদিককে গতকাল ৫ ঘন্টা ধরে জেরা করে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। তবে তাকে এদিন ফের ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই সংক্রান্তে সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ বলেন গতকাল তার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছিল। তবে তাকে জেরা করা হয়েছিল বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু তাকে জেরা করা হয়নি বরং সিঙ্গাপুরে কি হয়েছে সেই বিস্তারিত তথ্য এসআইটিকে জানিয়েছেন তিনি। এবার সেই একই ভাষ্য তাকে আদালতে দাখিল করতে হবে। জুবিনের আত্মীয় তথা অসম পুলিশের ডিএসপি সন্দীপন গর্গকে এদিন ফের বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে জেরা করেছে এসআইটি।

টুকরো খবর

পুরুষের ব্যাগ যেভাবে নারীদের হলো

কলকাতা ঃ সময়টা সম্ভবত ১৪৯৭ সাল। নিজের অন্যতম বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'দ্য লাস্ট সাপার' আঁকছিলেন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি। ১৫ বাই ২৯ ফুটের বিশাল এই ছবির কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই ভর করত একঘেয়েমি। তা দূর করতে ছোট ছোট কাগজে নানা রকম স্কেচ আঁকতেন শিল্পী। সে সময়ই খেয়ালের বশে একটি ব্যাগের স্কেচ আঁকেন ভিঞ্চি। সম্ভবত একটা পুরুষদের ব্যাগের নকশা এঁকেছিলেন শিল্পী। ভুরু কোঁচকাবেন না, সে যুগে নারীরা নন, ব্যাগ ব্যবহার করতেন পুরুষেরা। তাঁদের পোশাকের ওপর কোমরের বেল্টের সঙ্গে জুড়ে নিতেন নানা নকশার ব্যাগ। পুরুষদের সামাজিক এবং দাপ্তরিক আধিপত্য প্রকাশ করত এসব ব্যাগ। ব্যাগের যত দাম, তত সুনাম। ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো ভিঞ্চির সেই স্কেচ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১২ সালে ব্যাগটির একটি সীমিত সংস্করণ তৈরি করে বিলাসবহুল চামড়াপণ্যের ইতালীয় ব্র্যান্ড গেরারদিনি। দামের মতো ব্যাগটির নাম ছিল প্রেশাস (মূল্যবান)। অবশ্য পুরুষদের ব্যাগের নকশা থেকে তৈরি হলেও ব্যাগটির আসল গ্রাহক ছিলেন নারীরা। কেননা ৫০০ বছরের পথপরিক্রমায় ব্যাগ তত দিনে হয়ে উঠেছে নারীর একচ্ছত্র ব্যবহার্য পণ্য। অথচ কিছুকাল আগেও পুরুষদের অনুষঙ্গ ছিল ব্যাগ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে রাখার জন্য ব্যাগ ব্যবহার করতেন তাঁরা। নারী সঙ্গীর জিনিসগুলোও পুরুষের ব্যাগে থাকত। ব্যাগ হয়ে উঠেছিল পুরুষদের সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। তাহলে কীভাবে নারীদের হাতে এসে উঠল হাতব্যাগ? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে হয়ে উঠল তাদের অন্যতম এক ফ্যাশন অনুষঙ্গ। কীভাবে সেগুলোতে যুক্ত হলো বিলাসিতা। ব্যাগের জন্ম ঃ ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসগুলো সঙ্গে রাখার প্রয়োজন থেকেই ব্যাগের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি হতো নানা আকারের থলে। শিকারে যাওয়ার সময় থলেতে করে অস্ত্রশস্ত্র বহন করত শিকারিরা। সেগুলো কোমর বা পিঠে ঝুলিয়ে নিত। শিশুকে নিজের শরীরের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিতেন মায়েরা। এ জন্য চামড়া দিয়ে তৈরি করতেন শিশুর উপযোগী মোড়ক। অঞ্চলভেদে শিশু বহনে ব্যবহৃত ব্যাগগুলোকে আমোটি, হ্যামক, মেই ইত্যাদি নামে ডাকা হতো। দরকারের ছোট জিনিসগুলো রাখার জন্য ছিল গাছের বাকল বা চামড়ার পাউচ। হাতে হাতেই সেগুলো তৈরি হতো। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধসবাই সেগুলো কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন। বড় থলেগুলো বহনের সুবিধার্থে সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে নিতেন হাতল। বড় থলে আর ছোট্ট পাউচদুটির ব্যবহারই প্রয়োজনের খাতিরে শুরু হয়েছিল। ১৪ শতকের মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিকে পুরুষদের কোমরে ছোট ছোট থলে বহন করার বর্ণনা পাওয়া যায়। পকেট নামে পরিচিত এই ব্যাগগুলো কোমরের পেছনে ঝোলানো থাকত, এগুলোতে তারা চকমকি পাথর বা মুদ্রা বহন করতেন। পরে অবশ্য পোশাকে পকেট যুক্ত হওয়ায় এ ধরনের ব্যাগ ব্যবহার কমিয়ে দেন পুরুষেরা। মধ্যযুগের ইউরোপেও কোমরে বাঁধা ছোট্ট থলে বা পাউচে মুদ্রা রাখতেন পুরুষেরা। তাঁদের পোশাকেও পকেট ছিল। নারীরা পরতেন বড় আর বহুস্তরী গাউন। তাঁদের গাউনের ভেতরে কোমরের কাছে ফিতা দিয়ে বাঁধা থাকত হালকা কাপড়ে তৈরি থলের মতো পকেট। এটি ছিল নারীদের অন্তর্বাসের অংশ। এর ভেতরে নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিসগুলো রাখতেন তাঁরা। পোশাকের ভেতরের সেই পকেটে রাখা কোনো কিছু প্রয়োজন হলে পায়ের কাছ থেকে কাপড় উঠিয়ে বা সরিয়ে তা বের করতে হতো। অস্বস্তিকর এই কাজটা ছিল তখনকার সময়ের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি দৃশ্য। কিন্তু বেশির ভাগ নারী খুব প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করতে চাইতেন না। আবার দরকার হলে না করেও পারতেন না। অস্বস্তি এড়াতে ভেতরের পকেটটি তাই গাউনের ওপরের দিকে বাঁধতে শুরু করেন নারীরা। অন্তর্বাসের একটি অংশকে এভাবে বাইরে পরাটাকে প্রথম দিকে অশ্লীল বিবেচনা করা হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। রেটিকুল যুগ ঃ ধীরে ধীরে সব শ্রেণির নারী-পুরুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে কোমরের পাউচ বা পকেট। ১৮ শতকে এটি প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'রেটিকুল' বা ছোট থলে নামে পরিচিত এ ব্যাগগুলো সে সময় বাণিজ্যিকভাবেও বিক্রি হতো। তৈরি হতো নানা নকশা আর রঙে। শুরুতে শুধু হালকা নেট (জাল) কাপড় দিয়ে তৈরি হলেও পড়ে মখমল, সাটিন, সিল্ক কাপড় দিয়েও তৈরি হতো। রানি প্রথম এলিজাবেথের সময় সম্ভ্রান্ত পুরুষদের কোমরে দেখা যেত রেটিকুল। সেগুলোয় থাকত সুতো, পুঁতি এমনকি সোনা-রুপাখচিত কারুকাজ। দামি ব্যাগগুলো ছিল পুরুষদের আভিজাত্যের প্রতীক। ব্রিটিশ রয়্যাল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা এবং আর্থিক এজেন্ট স্যার টমাস গ্রেশামের একটা ছবিতে তাঁর পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া কালো-সোনালি রঙের জমকালো ব্যাগটি সে সময়ের পুরুষদের ব্যাগ ব্যবহারের এক অনবদ্য প্রমাণ। তবে সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পুরুষেরা কয়েক দশকের মধ্যেই ছেড়ে দেয় এ ধরনের ব্যাগের ব্যবহার। পোশাকের পকেটেই তাঁদের কাজ চলে যেত। অন্যদিকে সব শ্রেণির নারীদের হাতেই দেখা যেত নানা নকশা আর আকারের ছোট ছোট পাউচ ব্যাগ। সেগুলো কেউ বাঁধতেন কোমরে, কেউ বা নিতেন হাতে। শিল্পবিপ্লবের পর আগের চেয়ে অনেক বেশি বাইরে যাতায়াত করতে শুরু করেন নারীরা। আর অনেকটা সময় বাইরে থাকতে হলে সঙ্গে নিতে হতো বেশি জিনিস। সেই প্রয়োজন থেকেই শুরু হয় হাতব্যাগের ধারণা। 'হাতব্যাগ' শব্দের উৎপত্তি ঃ 'হ্যান্ডব্যাগ' (হাতব্যাগ) শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। তখন শব্দটির অর্থ ছিল পুরুষদের হাতে বহন করার লাগেজ, যা আজকের যুগের স্যাচেল বা ব্রিফকেসের মতো ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে দেখা গেল, ব্যাগের প্রয়োজনীয়তা পুরুষদের তুলনায় নারীদেরই বেশি। প্রয়োজন থেকেই শুরু হলো উৎপাদন। সে সময় ব্যাগ হয়ে ওঠে অন্যতম বাণিজ্যিক পণ্য। বাজারে পাওয়া যেত নানা আকার, নকশা, রং আর ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের ব্যাগ। লুই ভুতোঁর পাশাপাশি শ্যানেল, আরমেসের মতো বেশ কয়েকটি নামীদামি ব্যাগের ব্র্যান্ডের উত্থান ঘটে ১৯৫০-এর দশকে। ভ্যানিটি ব্যাগ তো ছিলই, হাতের পার্সগুলোতেও দরকারি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখতেন নারীরা। ১৯২০-এর দশকে জনপ্রিয়তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতব্যাগে দেখা যায় নকশা, রং আর সাজসজ্জার নতুনত্ব। থাকত মিসরীয় শিল্পের ছাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধাতু ও চামড়ার ঘাটতি দেখা দিলে হাতব্যাগের কারিগরেরা প্লাস্টিক ও কাঠ ব্যবহার করতে শুরু করেন। সেই শুরু, এখন তো প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের নানা হাতব্যাগ। নারীর স্বাধীনতায় হাতব্যাগ ঃ ১৮ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শুধু পুরুষদের সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ করত ব্যাগ। হাতলওয়ালা শক্ত ব্রিফকেস হাতে চলাফেরা করতেন তাঁরা। জুতার মতোই সেগুলো পরিষ্কার করতে হতো। অন্যদিকে সমাজের বেশির ভাগ নারী যেহেতু ঘরেই থাকত, তাই অত বড় ব্যাগ তাঁদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো না। তবে ১৯ শতকের শেষ দিকে ট্রেনের নিয়মিত যাত্রী হয়ে ওঠেন নারীরাও। যাত্রাপথে নিজস্ব ট্রাংক নেওয়ার পাশাপাশি টিকিট, কাগজপত্র এবং টাকাপয়সা রাখার জন্য সবারই একটি ছোট ব্যাগ প্রয়োজন হতো। নারী-পুরুষনির্বিশেষে ট্রেনের যাত্রীদের ছোট ব্যাগের প্রয়োজন মেটাতে কাজ শুরু করে লুই ভুতোঁর মতো আরও কিছু ট্রাংক ডিজাইনার। ছোট আকারের ট্রাংক, তারপর ব্রিফকেস, তারপর এল লিঙ্গভিত্তিক ব্যাগ। ভ্রমণে, কর্মস্থলে, এমনকি অল্প সময়ের জন্য বাইরে বের হলেও হাতে ব্যাগ নিতে শুরু করলেন নারীরা। 'হ্যান্ডব্যাগস ঃ দ্য পাওয়ার অব দ্য পার্স' বইয়ে মার্কিন লেখক আনা জনসন লিখেছেন, 'ব্যাগটি শক্তভাবে বন্ধ হতো এবং প্রথমবারের মতো নারীরা তাঁদের জিনিসপত্র কিছুটা হলেও ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে পারত। দীর্ঘদিন ধরে পুরুষেরাই নারীদের হাত-পাখা বা টাকা বহন করতেন কিন্তু ধীরে ধীরে কার্যকর ও দক্ষ নকশার ব্যাগগুলো পুরুষদের সেই ভূমিকা থেকে সরিয়ে দিল। তারপর থেকে পুরুষেরা নারীদের হ্যান্ডব্যাগকে রহস্যময় এবং তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ এক জিনিস হিসেবেই দেখে আসছে।' সে সময় সমাজ-সংস্কৃতিভেদে নারীদের ব্যাগের নকশায় দেখা যেত ভিন্নতা। বিংশ শতাব্দীজুড়ে নান্দনিক নকশার ব্যাগগুলো হয়ে ওঠে নারীদের নিত্যসঙ্গী। হয়ে ওঠে তাঁদের স্বাধীনতার প্রতীক। অপরিহার্য ভ্যানিটি ব্যাগ ঃ ২০ শতকের শুরুতে দ্রুত বদলে যাচ্ছিল নারীদের ফ্যাশন। তত দিনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বাইরে কাজ করতে শুরু করেছেন নারীরা। তাঁরা সাজতে ভালোবাসেন, থাকেন পরিপাটি। তাই বাইরে যাওয়ার সময় কিছু ব্যক্তিগত জিনিস, যেমন আয়না, মেকআপ, ব্রাশ, ছোট পারফিউম ইত্যাদি একটি বাক্সে করে সঙ্গে নিতেন তাঁরা। এতে ছোট ছোট খোপ থাকত, যাতে জিনিসগুলো আলাদা করে রাখা ও সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এটি হয়ে ওঠে নারীদের সাজপোশাকের অপরিহার্য এক অনুষঙ্গ। প্রচলিত ব্যাগের থেকে কিছুটা আলাদা ধরনের হওয়ায় এর নাম হয় ভ্যানিটি ব্যাগ। 'ভ্যানিটি'র একটি অর্থ আত্মগর্ব। শব্দের অর্থের সঙ্গে মিলিয়েই নিজ নিজ ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে গর্ব বোধ করতেন নারীরা। কার ভ্যানিটি কত সুন্দর, এটা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ভ্যানিটি ব্যাগ। যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে নামীদামি ব্র্যান্ডের একটি ভ্যানিটি ব্যাগ সঙ্গে রাখতে চাইতেন নারীরা। আজকের আধুনিক প্রসাধনী ব্যাগের পূর্বসূরি ছিল সে সময়ের ভ্যানিটি ব্যাগ। বিলাসে-বাণিজ্যে হাতব্যাগ ঃ ১৯ শতকে ট্রেনে যাতায়াতটা হয়ে ওঠে নিয়মিত রুটিন। ভ্রমণের সময় জিনিসপত্র বহনের জন্য ব্যবহার হতো স্টিল, কাঠ ও চামড়ার তৈরি ঢাকনাযুক্ত বড় বড় গোলাকার ট্রাংক। সেগুলোতে কাজ চলত বটে, তবে সুবিধামতো রাখা যেত না আর দেখতেও খুব একটা সুন্দর ছিল না। সে সময় ফ্রান্সের প্যারিসে একটি ট্রাংক তৈরির কারখানায় কাজ করতেন লুই ভুতোঁ। টানা ১৭ বছর কাজ করার পর ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ট্রাংক তৈরির নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। নিজের নামেই প্রতিষ্ঠানের নাম দেন লুই ভুতোঁ। তার প্রথম পণ্য ছিল হালকা ও পানিরোধী ক্যানভাসে তৈরি আয়তাকার ট্রাংক, যা সহজেই স্তূপ করে রাখা যেত আর দেখতেও ছিল স্টাইলিশ। লোকের ভ্রমণকালীন চাহিদাগুলোকে আত্মস্থ করেই শুরু হয়েছিল লুই ভুতোঁর যাত্রা, যা আজও বহাল রয়েছে। ব্র্যান্ডটির ট্রাংকগুলো হয়ে ওঠে ধনীদের প্রিয় ভ্রমণসঙ্গী। তারপরও দেখা গেল যাত্রাপথে ট্রাংকের সঙ্গে ছোট্ট একটি হাতব্যাগও নেয় লোকে। তেমন একটি হাতব্যাগ তৈরির ভাবনা থেকে ১৮৯৬ সালে লুই ভুতোঁর ছেলে জর্জ ভুতোঁ একটি ছোট হাতব্যাগের নকশা করেন। সেই থেকেই ব্র্যান্ডটি ছোট ব্যাগ আর অন্যান্য অনুষঙ্গ বানাতে শুরু করে। অবশ্য এর আগেই ১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বড় বড় ব্যাগ ব্যবহার করতে শুরু করেন নারীরা। এগুলোকে বলা হতো ডে-টাইম ব্যাগ, যা দেখতে ছিল আজকের যুগের 'হোল্ড-অল' ধরনের ব্যাগের মতো। এ ধরনের ব্যাগে তখন গ্যাস মাস্কসহ অনেক বড় বড় জিনিস লুকিয়ে রাখতেন নারীরা। যুদ্ধ শেষে ১৯৫০-এর দশকে আধুনিক হ্যান্ডব্যাগের ব্যবহার ও ধারণায় আসে বড় পরিবর্তন। সে সময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী গ্রেস কেলির নামে একটি ব্যাগ তৈরি করে বিলাসবহুল ব্যাগের ব্র্যান্ড আরমেস। ব্যাগটি হয়ে ওঠে 'ইট-ব্যাগ'। এ থেকেই জন্ম নেয় বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগের ধারণা। আধুনিক হাতব্যাগের ধারণা অবশ্য আরও কয়েক বছরের পুরোনো। সময়টা ১৮৪১ সাল। যুক্তরাজ্যের ধনী ব্যবসায়ী স্যামুয়েল পার্কিনসন হঠাৎ একদিন লক্ষ করলেন, তাঁর স্ত্রীর পার্সটি এতই ছোট যে এতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আঁটছে না। ট্রাংক তৈরির উপাদান দিয়ে স্ত্রীর জন্য বড় আর মজবুত একটি হাতব্যাগ বানাতে বিখ্যাত বাক্স প্রস্তুতকারক এইচ জে কেভ-কে অনুরোধ করেন। কেভ তখন ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেশ কয়েকটি ব্যাগ তৈরি করেন। এর মাধ্যমেই শুরু হয় প্রথম আধুনিক এবং লাক্সারি হ্যান্ডব্যাগের ধারা। প্রথম প্রথম অনেকের কাছেই মহিলাদের বড় ব্যাগ বহন করাটা ছিল অদ্ভুত। তাই ১৮৬৫ সালের পর থেকে এ ধরনের ব্যাগ কেবল রাজপরিবার, তারকা এবং ধনী নারীদের জন্যই তৈরি করা হতো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার্সেলোনাকে মায়ামিতে খেলার অনুমতি দিল উয়েফা

প্যারিস ঃ বার্সেলোনাভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজন করা হতে পারে, এমন খবর সামনে এসেছিল আরও আগে। নানামুখী আপত্তিতে এই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি আংশিক আলোর মুখ দেখেছে। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দুই দলের লিগ ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা।

সোমবার উয়েফা জানায়, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ আয়োজনের ধারণার 'স্পষ্ট বিরোধী' তারা। তবে ফিফার অস্পষ্ট নীতিমালার কারণে ব্যতিক্রম হিসেবে দুটি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে উয়েফা। এ দুই প্রস্তাবের একটি লা লিগার (বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল) এবং অন্যটি সিরি আ'র (এসি মিলান-কোমো) ম্যাচ নিয়ে।

আগামী ২১ ডিসেম্বর মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়ালের লা লিগার ম্যাচ আয়োজন করা যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে সময় নিয়েছিল উয়েফা। তবে শুধু লা লিগার ম্যাচই নয়, এসি মিলান ও কোমোর মধ্যে সিরি আর ম্যাচও আগামী ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে উয়েফা।

ম্যাচ দুটি মায়ামি ও পার্থে আয়োজন করা যায় কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এখনো নতুন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার পথে রয়েছে। তবে এমন সিদ্ধান্তটি ইউরোপজুড়ে সমর্থকগোষ্ঠীগুলোর তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছে।

গতকাল উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, 'আজ আমরা আবারও স্পষ্ট করে বলছি, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ আয়োজনের বিরোধিতায় উয়েফা অটল রয়েছে। গত মাসে আলবেনিয়ার তিরানায় নির্বাহী কমিটির বৈঠকের পর বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। সেখানে ভক্ত, লিগ, ক্লাব, খেলোয়াড় ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক আপত্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।'

বিবৃতিতে উয়েফার পক্ষ থেকে আরও বলা হয় , 'যেহেতু সংশ্লিষ্ট ফিফা নীতিমালা, যা বর্তমানে পর্যালোচনার অধীন আছে, তা পর্যাপ্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত নয়, ফলে উয়েফা নির্বাহী কমিটি ব্যতিক্রম হিসেবে এই দুটি প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন করেছে। ভবিষ্যতে যেন ঘরোয়া প্রতিযোগিতার স্বকীয়তা ও ক্লাবসমর্থক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে, সে লক্ষ্যে ফিফার সঙ্গে কাজ করবে উয়েফা।'

উয়েফার এই সিদ্ধান্তকে লা লিগার বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে লা লিগা কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিগ ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। চলতি বছর শুরুর দিকে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার পর উয়েফার এই অনুমোদন (যদিও অনিচ্ছায়) প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে দিলো।

লা লিগার একটি সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, এখন কনকাক্যাফ ও যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনকে বিষয়টি জানানো হবে এবং আশা করা হচ্ছে, তারা কোনো আপত্তি তুলবে না। এরপর বিষয়টি যাবে ফিফার কাছে। ইএসপিএনের পক্ষ থেকে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো উত্তর মেলেনি।

স্পেনের ভেতরে অবশ্য এখনো এ বিষয়ে প্রবল বিরোধিতা রয়েছে। খেলোয়াড় সংগঠন (এএফই), সমর্থকগোষ্ঠী এবং কয়েকটি ক্লাব (বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ) বলেছে, এতে প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। তারা সরাসরি ম্যাচ ঠেকাতে না পারলেও বিষয়টি ক্রীড়া সালিসি আদালতে (সিএএস) নিতে পারেন। তারিখ নিয়েও অবশ্য জটিলতা রয়েছে। ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা ম্যাচ নির্ধারিত হয়েছে ডিসেম্বরের ২০২১ তারিখের সপ্তাহান্তে।

কিন্তু ২১ ডিসেম্বরই এনএফএলের দল মায়ামি ডলফিনসের হার্ড রক স্টেডিয়ামে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে খেলার সূচি আছে। এক দিনের ব্যবধানে একই মাঠে ফুটবল ও আমেরিকান ফুটবলের দুটি বড় ম্যাচ আয়োজন করাও কঠিন হবে। শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচের ভাগ্যে কী ঘটে সেটিই এখন দেখার বিষয়।

ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলে ফিরলেন স্টার্ক

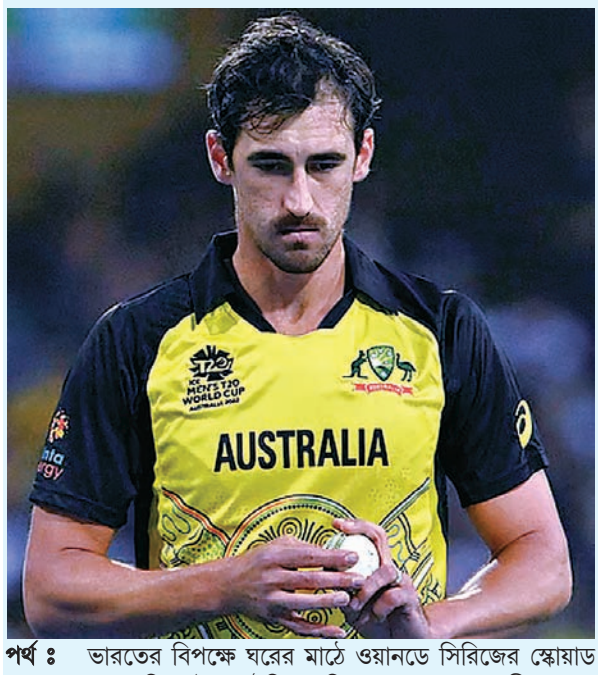

পর্থ ঃ ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ৩৫ বছর বয়সী তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলে। গত বছর নভেম্বরে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেন এই বাঁহাতি পেসার। বাদ পড়েছেন ব্যাটসম্যান মারনাস লাবুশেন। এ সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে অভিষেক হতে পারে স্কোয়াডে ডাক পাওয়া ২৯ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান ম্যাট রেনশর। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১৯ অক্টোবর পার্থে। ওয়ানডে সিরিজের পর ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এ সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচের স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে সিএ। চোট থেকে সেরে না ওঠায় গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডের বাইরে রাখা হয়েছে। ৩১ বছর বয়সী নাথান এলিসকে ফেরানো হয়েছে এই সংস্করণে। ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে স্কোয়াড ঃ মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), হ্যাভিয়ের বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), কুপার কনোলি, বেন ডওয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিশ (উইকেটকিপার), মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক ও অ্যাডাম জ্যাম্পা।

লাবুশেনের ওয়ানডে স্কোয়াড থেকে বাদ পড়াটা প্রত্যাশিতই ছিল। এই সংস্করণে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ৪৭। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে রান পাওয়ায় ওয়ানডে স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন রেনশ। এর আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের হয়ে সেঞ্চুরি করেন রেনশ। ২০২২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে স্কোয়াডে ডাক পেলেও সেবার অভিষেকের সুযোগ পাননি তিনি।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে ম্যাচ থাকায় পার্থে প্রথম ওয়ানডেটি খেলতে পারবেন না উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারি। অ্যাশেজ সামনে রেখে লাবুশেনেরও শেফিল্ড শিল্ডে রান করে টেস্ট দলে ফেরার সুযোগ আছে। তাসমানিয়ার বিপক্ষে ১৬০ রানের ইনিংসে মৌসুমে শুরুটা দারুণ করেছেন লাবুশেন।

অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে ওয়ানডে স্কোয়াডে নেওয়া হলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের বাইরে রাখা হয়েছে। অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে তিনি ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন।

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড (প্রথম দুই ম্যাচ)মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবোট, হ্যাভিয়ের বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডওয়ারশুইস, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিশ (উইকেটকিপার), ম্যাথু কুনেমান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জ্যাম্পা।

এবারও নিগারের ভরসা মারুফা

ঢাকা ঃ কলম্বোয় পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ নারী দল। কলম্বো থেকে বাংলাদেশ দল এরপর পাড়ি দিয়েছে গুয়াহাটিতে। বাড়ির কাছের সেই ভেন্যুতেই আজ 'অচেনা' ইংল্যান্ডের সামনে নিগার সুলতানারা।

নারী টি-টোয়েন্টিতে চারবার দেখা হলেও ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দুই দলের দেখা হয়েছে মাত্র একবারই। বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলছে ২০১১ সাল থেকে। তবে এই সংস্করণে ইংলিশ মেয়েদের দেখা পেতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০২২ সাল পর্যন্ত। নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে দেখা হয়েছিল দুই দলের। নিগারদের ১৩৪ রানে অলআউট করে ঠিক ১০০ রানে জিতেছিল ইংল্যান্ড। এরপর আরেকটি বিশ্বকাপে এসেই আবার দেখা হচ্ছে দুই দলের।

বাংলাদেশের মতো বড় জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছেন ইংলিশ মেয়েরাও। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬৯ রানে অলআউট করে ১৪.১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়েই তা পেরিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। আজও সেই ইংল্যান্ডই যে নিরঙ্কুশ ফেবারিট, না বললেও চলে।

তবে বাংলাদেশকে বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন পেসার মারুফা আক্তার। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেই ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মারুফা। ম্যাচের প্রথম ওভারের শেষ দুই বলে অসাধারণ দুই ডেলিভারিতে উইকেট নেওয়া মারুফাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত পুরো বাংলাদেশ দল। তাঁর মধ্যেই বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ দেখছেন অনেকে।

গুয়াহাটিতে কাল বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা বলেন, মারুফার মতো কিছু আগে পায়নি বাংলাদেশ, 'আগেও ভালো কিছু পেসার ছিল, তবে মারুফাকে নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, সেটি কেউ পায়নি।'

নিগারের আশা, প্রশংসায় ভেসে না গিয়ে নিজের কাজে অটল থাকবেন মারুফা, 'ওর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্বকাপে মনোযোগ রাখা। আশা করছি, এসব আলোচনা তার পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলবে না।'

ইংল্যান্ড দলে অনেক ডানহাতি ব্যাটার থাকায় একাদশে পরিবর্তনের আভাসও দিয়েছেন নিগার। তবে সেই সিদ্ধান্ত উইকেট দেখে নেওয়ার কথাও বলেন অধিনায়ক।

বিসর্জনের শোভাযাত্রা পরিণত পরিবর্তন যাত্রায়, শুভেন্দু-শমীক-সুকান্তর উপস্থিতি নিশ্চিত করে চমক সজলের

কলকাতা ঃ নেবুতলা পার্ক বা সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের দুর্গাপুজো পরিচিত বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো বলেই। এর থিম ছিল অপারেশন সিঁদুর। উদ্বোধন করেছিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যদিও পুজো শুরুর অনেক আগে থেকেই পুলিশ, প্রশাসন দিয়ে এই পুজো কমিটিকে বারবার হেনস্থা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ তোলেন সজল। এমনকী পুজো বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন। দর্শনার্থীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেও অবশ্য সজলের পুজোয় জনতার ঢল আটকানো যায়নি। আজ ছিল এই দুর্গাপুজোর বিসর্জন পর্ব। সজল ঘোষ ডাক দিয়েছিলেন বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে পরিবর্তন যাত্রায় পরিণত করার। মহিলাদের শঙ্খ নিয়ে হাজির থাকতেও অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে সজল সবচেয়ে বড় চমক দিলেন পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদারের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে 'পরিবর্তন যাত্রা' মিলে যায় সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের দুর্গাপূজার মণ্ডপ থেকে প্রতিমা বিসর্জন শোভাযাত্রার সঙ্গে। এই র‍্যালিটি তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে আযয়োজিত হয়েছিল বলে পূজা কমিটির সম্পাদক এবং বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ জানান। ঐতিহ্যবাহী ঢাকের বাদ্যির সাথে অনুষ্ঠিত এই র‍্যালিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ছাড়াও বহু দলীয় কর্মী ও সমর্থক অংশ নেন। শোভাযাত্রার সময় কোনও বিজেপি পতাকা প্রদর্শন করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, এই র‍্যালিটি রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের জন্য দেবীকে একটি স্পষ্ট আহ্বান এবং প্রার্থনার প্রতীক। লজ্জা নেই বলে কার্নিভালকে প্রাধান্য, নন্দীগ্রামের চেয়ে বেশি ভোটে ভবানীপুরে হারাব মমতাকে, হুঙ্কার শুভেন্দুর তিনি আরও দাবি করেন, এই যাত্রা বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস। রাজ্য প্রশাসন সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের দুর্গাপূজা উদযাপনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, গত সপ্তাহে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মণ্ডপে এসেছিলেন। এই পূজার সাফল্য হিন্দু বাঙালি-সহ জাতীয়তাবাদী সনাতনী হিন্দুদের বিজয়। অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, সজল ঘোষের মতো বিজেপি নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের মতো একটি পুরানো, জনপ্রিয় দুর্গাপূজাকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছেন। তবে, বাংলার সচেতন মানুষ গেরুয়া দলকে রাজ্যের বৃহত্তম উৎসবকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করতে দেবেন না।

কাল রেড রোডে পুজো কার্নিভাল, রাত অবধি মেট্রো রেলের বিশেষ পরিষেবা

কাল রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। এ কারণে কলকাতা মেট্রো রেলও দেবে বিশেষ পরিষেবা। এক বিবৃতিতে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিয়মিত পরিষেবা শেষ হওয়ার পর ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ) এবং গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) দুই রুটেই ছয়টি করে বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে। এর মধ্যে প্রতিটি দিকে তিনটি করে ট্রেন থাকবে। আরও দেখুন দুর্গাপুজো দুর্গাপূজা কলকাতা গণড্ঠজ্বতজ্ব দুর্গোৎসবের দুর্গাপুজোর কলকাতার কলকাতায় কড্গ ঙ্খঞ্জএঃ পাহাড়ে ধস, ফুঁসছে নদী! আটকে পড়া পর্যটকদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, মুখ্য সচিবকে বিশেষ আর্জি শুভেন্দুর এই ট্রেনগুলো ২০ মিনিটের ব্যবধানে চলবে। মেট্রো রেলের বিবৃতি অনুযায়ী, ব্লু লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রাত ১০টা ০৩, রাত ১০টা ২৩ এবং রাত ১০টা ৪৩ মিনিটে বিশেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে। একইভাবে, দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত ট্রেনগুলি ছাড়বে রাত ৯টা ৫৩, রাত ১০টা ১৩ এবং রাত ১০টা ৩৩ মিনিটে। গ্রিন লাইনে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত রাত ১০টা ২০, রাত ১০টা ৪০ এবং রাত ১১টায় বিশেষ পরিষেবা মিলবে। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ট্রেনগুলি রাত ১০টা ২০, রাত ১০টা ৪০ এবং রাত ১১টায় ছাড়বে। মেট্রো রেলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পঞ্চমী থেকে দশমী (২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর) পর্যন্ত বিভিন্ন করিডোরে রেকর্ড ৪৬.৫৬ লাখ যাত্রী মেট্রো পরিষেবা ব্যবহার করেছেন। এই দিনগুলিতে ৫.০১ লাখেরও বেশি যাত্রী 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুক করেছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দুর্গতদের পাশে থাকতে কর্মীদের নির্দেশ অভিষেক ও শমীকের গত বছর পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত ৪১.১৫ লাখ যাত্রী মেট্রো পরিষেবা ব্যবহার করেছিলেন। পুজোর দিনগুলিতে এর আগে সর্বোচ্চ যাত্রী সংখ্যা ছিল ২০১৯ সালে ৪৫.৬১ লাখ। সব মেট্রো স্টেশনের মধ্যে কালীঘাটে সর্বাধিক ৪.০৬ লাখেরও বেশি যাত্রী নেমেছেন বা উঠেছেন। এরপর দমদম (৩.৯৫ লাখ) এবং শোভাবাজার-সুতানুটি (২.৮৮ লাখ) স্টেশন উল্লেখযোগ্য। রাজ্য সরকার ২০১৬ সাল থেকে এই কার্নিভালের আযয়োজন করছে, তবে ২০২০-২১ সালে করোনা অতিমারির সময় তা স্থগিত ছিল। এ বছর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রবর্তিত বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান বিজয়ী মোট ১১৩টি পুজো এই কার্নিভালে অংশ নেবে।

পুজো কার্নিভালে নজিরবিহীন আয়োজন কলকাতায়,রেড রোডে আলোর মেলা ও সাংস্কৃতিক মহোৎসব

দুর্গাপুজো শেষ হলেও উৎসবের রেশ এখনও কাটেনি কলকাতা শহর জুড়ে। রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার রেড রোডে শুরু হবে প্রতীক্ষিত পুজো কার্নিভাল, যা এবারে ১০ তম বর্ষে পা দিবে। উৎসবের আবহে এবারও আয়োজন হতে চলেছে এক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক মহোৎসবের, যেখানে দেখা যাবে সৃজনশীলতা, সঙ্গীত ও ঐক্যের প্রতিধ্বনি।

ইতিমধ্যেই শেষ মুহূর্তের জোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে কলকাতায়। রেড রোডে চলছে মহড়া, আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জার সবরকম তোড়জোড়। শহরের সেরা ১১৩টি পুজো কমিটি এবার অংশ নিচ্ছে এই মহা কার্নিভালে। প্রতিটি কমিটি তাদের নিজস্ব থিম, প্রতিমা ও শিল্পভাবনায় ফুটিয়ে তুলবে বাঙালির সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য।

একঝাঁক তারকাদের ভরপুর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রবিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে এবছরের পুজো কার্নিভাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থাকবেন অনুষ্ঠানে, সঙ্গে থাকবেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা সহ টলিপাড়ার তারকারা। এছাড়াও কবি, সাহিত্যিক, পরিচালক ও ক্রীড়াবিদরাও উপস্থিত থাকবেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর নৃত্য গোষ্ঠী, যা উৎসবের সূচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

প্রতিটি পুজো কমিটি আনছে নিজস্ব থিম ও বার্তা। ভাষা, পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মতো বিষয় ফুটে উঠবে পুজো উদ্যোক্তাদের ট্যাবলোয়। থাকবে বিশেষ থিম সঙ্গীত, পোশাক, ও নৃত্য পরিবেশনা।

এবছর এক বিশেষ চমক হিসেবে কার্নিভাল আয়োজকরা আহ্বান জানিয়েছেন দর্শক ও অংশগ্রহণকারীদের শঙ্খ হাতে শঙ্খধ্বনি তুলতে। একাধিক শঙ্খের সুরে মুখরিত হবে রেড রোড, বাঙালির ঐতিহ্য ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে।

ভিড় সামলাতে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে বিশদ ব্লুপ্রিন্ট। শহরের নানা স্থানে মোতায়েন থাকবে হাজারেরও বেশি পুলিশকর্মী। রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এজেসি বোস রোড, নিউ রোড, লাভার্স লেন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে।তবে শুধুমাত্র কার্নিভাল স্টিকারযুক্ত যানবাহন চলাচলের অনুমতি পাবে রেড রোড ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। পাশাপাশি দর্শকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সময়মতো পৌঁছে নির্দিষ্ট রুট মেনে চলার।দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য মেট্রো রেল ঘোষণা করা হয়েছে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবাও।

গত ২০১৬ সালে শুরু হয়েছিল কলকাতায় দুর্গাপুজো কার্নিভাল। এক দশক পেরিয়ে আজ এটি পরিণত হয়েছে শহরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে। তবে শুধু প্রতিমা নয়, এই মহোৎসব বাঙালির ঐক্য, ঐতিহ্য ও মানবিকতার মেলবন্ধনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

রবিবারের সন্ধ্যা তাই শুধু এক প্রদর্শনী নয়, যা এক আবেগ,যেখানে রেড রোডে দেখা মিলবে আলোক, সঙ্গীত, ঐতিহ্য ও গৌরবের সুর।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08:10:2025

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনে কোনো কর্মকর্তা দলীয় পক্ষপাতমূলক আচরণ করলে কঠোর ব্যবস্থা : সিইসি নাসির উদ্দিন

ঢাকা : বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে কোনো কর্মকর্তা দলীয় পক্ষপাতমূলক আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। মঙ্গলবার ঢাকায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান। আগে এমন একটা সাস্কৃতি ছিল যে কর্মকর্তাদের ওপর চাপ থাকত- একটা নির্দিষ্ট পক্ষে কাজ করতে হবে। এখন সেই পরিবেশ আর থাকবে না। আগে মেসেজ ছিল, আমার পক্ষে কাজ না করলে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এখন মেসেজ হবে-তুমি যদি কোনো পক্ষের হয়ে কাজ কর, তাহলে তোমার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন মেসেজটা একদম স্পষ্ট। আমরা এ কথা একাধিকবার বলেছি এবং বারবার বলবো, বলেন সিইসি মি. উদ্দিন। তিনি আরোও বলেন, আমরা চাই, এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি হোক। দেশের মানুষ দেখুক, এবার নির্বাচন সত্যিই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্যই হলো, আয়নার মতো স্বচ্ছ একটি নির্বাচন উপহার দেওয়া।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শুরু, 'চুক্তির সম্ভাবনা আছে' মনে করছেন ট্রাম্প

গাজা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী গাজা যুদ্ধের অবসানে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পোঁছাতে মিশরীয় শহর শার্ম আল শেখে পরোক্ষ বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে।

ফিলিস্তিনি ও মিশরীয় কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছেন, এই বৈঠকে মূলত সম্ভাব্য বন্দি বিনিময়ের জন্য 'মাঠ পর্যায়ের পরিবেশ তৈরি' করা নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে। যাতে ইসরায়েলি সব জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দিরা মুক্তি পেতে পারে।

হামাস জানিয়েছে, তারা এই শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাবে আংশিকভাবে সম্মত হয়েছে।

কিন্তু বেশ কিছু মূল বা গুরুত্বপূর্ণ দাবি যেমন নিরস্ত্রীকরণ এবং গাজার ভবিষ্যত সরকারের নিজেদের ভূমিকা নিয়ে তারা সাড়া দেয়নি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শনিবার বলেছেন যে, 'সামনের দিনগুলোতে' জিম্মিদের মুক্তির ঘোষণা দেওয়ার আশা করছেন।

এই আলোচনায় ইসরায়েল এবং হামাস উভয়েরই প্রতিনিধিদের সাথে পৃথকভাবে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বৈঠক করবেন মিশরীয় ও কাতারীয় কর্মকর্তারা।

এদিকে, সোমবার কর্মকর্তারা যখন বৈঠকে মিলিত হন, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কাছে একটি চুক্তি করার সত্যিই ভালো সুযোগ রয়েছে এবং এটি হবে একটি স্থায়ী চুক্তি।

২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকীর ঠিক আগে আগে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই হামলায় প্রায় ১২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।

এই হামলার পাল্টা জবাবে গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সে সময় থেকে গাজায় এই সামরিক অভিযানে ৬৭ হাজার ১৬০ জন নিহত হয়েছে, হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী যাদের মধ্যে ১৮ হাজার শিশুও রয়েছে।

ইসরায়েলে হামলার বার্ষিকী উপলক্ষে এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, ট্রাম্পের পরিকল্পনা এই মর্মান্তিক সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছে যা কাজে লাগাতে হবে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার বার্ষিকী উপলক্ষে তার বিবৃতিতে এই পরিকল্পনার প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য মার্কিন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই সরকার এমন একটি দিন আনার জন্য আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সবকিছু করবে যেখানে ইসরায়েলের প্রতিটি শিশু তাদের ফিলিস্তিনি প্রতিবেশীদের সাথে, নিরাপদে ও নিরাপত্তার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছেন, আলোচনা প্রাথমিকভাবে কেবল জিম্মিদের মুক্তির ওপর আলোকপাত করবে এবং হামাসকে সেই পর্যায়টি সম্পন্ন করার জন্য কয়েক দিন সময় দেওয়া হবে।

মিশরে আলোচনায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি।

গাজা যুদ্ধের অবসানের প্রচেষ্টায় জড়িত সকলকে 'দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার' আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেছেন, তাকে বলা হয়েছে, শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপের মধ্যে জিম্মি মুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাম্প লিখেছেন, জিম্মি মুক্তি এই সপ্তাহে শেষ হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ২০ দফা পরিকল্পনায় একমত হয়েছেন।

এর মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং আটক শত শত গাজার নাগরিকের বিনিময়ে ৪৮ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

যাদের মধ্যে মাত্র ২০ জন জীবিত বলে মনে করা হচ্ছে।

এই পরিকল্পনায় শর্ত দেওয়া হয়েছে, যদি একবার উভয় পক্ষ এই পরিকল্পনায় রাজি হয় তাহলে গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ সহায়তা পাঠানো হবে।

এতে আরো বলা হয়েছে, গাজা শাসনে হামাসের কোনো ভূমিকা থাকবে না এবং চূড়ান্তভাবে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য দরজা উন্মুখ রাখা হয়েছে।

কিন্তু এক সপ্তাহ আগে প্রকাশ্যে এই পরিকল্পনা ঘোষণার পর নেতানিয়াহু একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি তার দীর্ঘদিনের বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করেন।

এক ভিডিও বিবৃতিতে তিনি বলেন, এটা চুক্তিতে লেখা নাই। আমরা বলেছিলাম একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি আমরা জোরালোভাবে বিরোধিতা করবো।

শুক্রবার, হামাস এক বিবৃতিতে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

যেখানে এই গ্রুপটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবে থাকা বিনিময়ের শর্ত অনুযায়ী জীবিত এবং মৃত সকল ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে, যদি বিনিময়ের জন্য যথাযথভাবে শর্ত পূরণ করা হয়।

এতে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ বা গ্রহণ করা হয়নি।

কিন্তু এতে বলা হয়েছে, এটি ফিলিস্তিনি জাতীয় ঐকমত্য এবং আরব ও ইসলামী সমর্থনের ভিত্তিতে গাজা উপত্যকার প্রশাসন একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি সংস্থা বা টেকনোক্রেটের কাছে হস্তান্তরের চুক্তি নবায়ন করছে।

হামাসের এই বিবৃতিতে পরিকল্পনার একটি প্রধান দাবির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

যেটি হলো হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে রাজি হতে হবে এবং গাজার শাসন ব্যবস্থায় আর কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

এতে আরও বলা হয়েছে, গাজার ভবিষ্যৎ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর অংশটি এখনো একটি জাতীয় কাঠামোর মধ্যে আলোচনা করা হচ্ছে।

এর মধ্যে হামাসও একটি অংশ হিসেবে থাকবে বলে তারা এতে জানিয়েছে।

অনেক ফিলিস্তিনি শান্তি পরিকল্পনায় হামাসের এই প্রতিক্রিয়াকে অপ্রত্যাশিত বলে উল্লেখ করছেন।

কারণ কয়েকদিন ধরেই এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, হামাস ট্রাম্পের এই শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা অন্তত কঠোর শর্তসাপেক্ষে গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পরিবর্তে, হামাস তাদের অফিসিয়াল এই বিবৃতিতে তাদের ঐতিহ্যবাহী 'লাল রেখা' অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকে। যেটিকে অনেকেই বহিরাগত চাপের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করছেন।

ইউরোপীয়ান এবং মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই প্রচেষ্টাকে 'আন্তরিক এবং বলিষ্ঠ' বলে অভিহিত করেছে ইসরায়েলি অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ(পিএ)।

বহু বছর ধরে হামাসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ইরানও এখন ট্রাম্পের এই গাজা শান্তি পরিকল্পনার প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

সোমবার আলোচনা শুরুর আগেও গাজা উপত্যকার বেশ কয়েকটি অংশে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণ অব্যাহত ছিল।

বাকি জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শহরে ইসরায়েল হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে।

হামাস পরিচালিত গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বিবিসিকে বলেছেন, চার সপ্তাহ আগে হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় কোনো ত্রাণের ট্রাক ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকায় এখনো এমন কিছু মরদেহ রয়েছে যা আমাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নির্ধারণ করা দক্ষিণে একটি 'মানবিক এলাকায়' স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে গাজা শহরের লাখ লাখ অধিবাসী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, আরও লাখ লাখ অধিবাসী এখনো রয়ে গেছেন সেখানে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সতর্ক করে বলেছেন, হামলার সময় যারা থাকবে তারা 'সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসের সমর্থক' হিসেবে বিবেচিত হবে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের সর্বশেষ এক আপডেটে জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় ২১ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৯৬ জন আহত হয়েছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে।

এর ফলে উভয় পক্ষের দাবিগুলো যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলায় অবিলম্বে রিপোর্ট তলব লোকসভার অধ্যক্ষের

কলকাতা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জরুরি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই তথ্য জানিয়েছেন। রিজিজু বলেন, একজন সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের তৈরি পরিবেশকেই প্রতিফলিত করে। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি আরও উল্লেখ করেন, লোকসভার অধ্যক্ষ একটি নোটিশ জারি করেছেন, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেবে। বিস্তারিত তথ্য হাতে আসার পরই কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে কথা বলা সম্ভব হবে। সোমবার লক্ষ্মীপুজোর দিন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও দলীয় বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলা হয় উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায়। শঙ্কর ঘোষকে ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্থা করা হয়। খগেন মুর্মুকে মারধর করে রক্তাক্ত করে দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপরই বিজেপি তীব্র আক্রমণ করে তৃণমূল সুপ্রিমো ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর আমলে অরাজকতায় ভরে গিয়েছে গোটা রাজ্য। এই বলে আক্রমণ করা হয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সাংসদের ওপর আঘাত দেখে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন। আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ উগড়ে দেন মোদী। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতাও আক্রমণ করেছেন বিজেপিকে।এই প্রেক্ষিতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সহ শুভেন্দু অধিকারীদের একটি দল আলাদা আলাদা করে উত্তরবঙ্গে গিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়েই মন্ত্রী রিজিজু লোকসভার অধ্যক্ষের রিপোর্ট চাওয়ার কথা জানিয়েছেন।